নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

যাওয়া আসার পথে পথে

৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ০৫ আষাঢ় – ১১ আষাঢ়, ১৪৩৩ ঃ ২০ জুন – ২৬ জুন, ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 34, 20 June - 26 June 2026 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আলিপুরে জেলা পরিষদ ভবন নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ

বিল্ডিং-এ আগুন লেগে বহু নথির সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে গুদামে রাখা ইভিএম এবং বন্যপ্রাণীর দেহাংশ। অগ্নিকাণ্ডের তদন্তের জন্য ৪ জনের সিট গঠন লালবাজারের।

রবিবার : পুরসভার নথি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা

হল উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূল পরিচালিত অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকারকে। কয়াডাঙ্গায় প্রবোধের বাড়ি থেকে পোড়া গন্ধ পেয়ে লোকজন জড় হয়, আসে পুলিশ।

সোমবার : সকলকে চমকে দিয়ে আলাদা ব্লকের দাবি থেকে সরে

গিয়ে ত্রিপুরার একটি রাজনৈতিক দল এনসিপিআই-এর সঙ্গে মিশে গেলেন তৃণমূলের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ। স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে পূর্বাঞ্চলীয় যুগ্ম অধিকর্তার

নেতৃত্বে সিট গঠন করে আরজি কর হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসক পড়ুয়া খুন ও ধর্ষণের পুনর্তদন্তে নামলো সিবিআই। তদন্তকারীরা ঘুরে দেখেন ঘটনাস্থল। এরপর তারা বৈঠক করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

বুধবার : হেরে যাবার পর ভবানীপুর বিধানসভার এবারের

ফলাফল কাঁটার মত বিঁধছে মমতা ব্যানার্জীকে। এবার তিনি এই ফলকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে এসে ইলেকশন পিটিশন জমা দিলেন। নন্দীগ্রামে হেরেও মামলা করেছিলেন মমতা। কিন্তু কিছুই হয়নি।

বৃহস্পতিবার: মামলায় মামলায় জর্জরিত অভিষেক ব্যানার্জী চক্কর

কাটছেন সিআইডি থেকে ইডি। এবার আমপানের ক্ষতিপূরণ বিলিতে ২৫০ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগে মামলা দায়ের করল ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ। অভিযোগ সাংসদের সই সহ সুপারিশেই দেওয়া হয় টাকা।

শুক্রবার: তিবারবার চাওয়া সত্বেও নমামি গঙ্গে প্রকল্পের জন্য

মমতা সরকার জমি দেয়নি বলে মার্চেন্ট চেম্বারের অনুষ্ঠানে অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সি আর পাটিল। এর ফলে করা যায়নি ৫ টি বর্জ্য শোধনাগর প্ল্যান্ট।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ঘৃণা বর্ষণের মাঝে আশার আলো

৫০ বছর পর বাংলায় ডবল ইঞ্জিনের বাজেট

ওঙ্কার মিত্র

বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন ৪ মের অর্ধেক দিন ধরলে সাড়ে ৪৬ দিন ধরে তীব্র ঘৃনায় ভারী হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বাতাস। বিগত সরকারের অংশ গ্রাম প্রধান থেকে প্রাক্তন সরকারের মন্ত্রী, শাসক দলের জেলা নেতা থেকে সম্পাদক-শীর্ষ নেত্রী সকলের প্রতি বর্ষিত হচ্ছে অসন্তোষ। আগে ছিল চোর চোর শব্দবান পরে পচা ডিম, টোম্যাটো, কাদা, গোবর ছুঁড়ে চলছে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

এই ঘৃণা বর্ষণের মাঝে ২২ জুন বাংলায় আসছে কেন্দ্র-রাজ্য ডবল ইঞ্জিন সরকারের বাজেট। যদিও এটা ৯ মাসের বাজেট তবু সকাল দেখে দিন বোঝার মত এই বাজেট দেখেই বোঝা যাবে আগামী ৫ বছরে বাংলার অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি। বাজেট পেশের আগে পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি গিয়ে যেমন সাধারণ মানুষের মন বোঝার চেষ্টা করেছেন তেমনই দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ও তাঁর অধিকারিকদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে ভাবনা বিনিময় করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে স্বপন বাবু জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার কেন্দ্রীয়

সরকারের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে চায়। তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন, আমাদের সরকার প্রো-বিজনেস সরকার। আমরা চাই কর্মসংস্থান বাড়ুক, মানুষের রোজগার বাড়ুক, শিল্প স্থাপন হোক, লগ্নি আসুক। স্বপনবাবু বাজেট সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে জানিয়েছেন, এবারের প্রস্তাবের মূল বিষয় হবে পশ্চিমবঙ্গের মাথায় থাকা বিপুল ঋণের বোঝা ট্যাকল করা। থাকবে পিছিয়ে পড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের দিশা। শিল্পপতিদের জন্য থাকবে ইতিবাচক বার্তা।

সময়ের কালচক্র বেয়ে এবারের নির্বাচনের আগে-পরে এমন কয়েকটি পরিবর্তন ঘটেছে যা বাংলার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে বলেই মনে করছে অর্থনৈতিক মহল। প্রথমত, নির্বাচনের ঠিক আগে নীতি আয়োগের ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে বসেছেন এক বঙ্গসন্তান অশোক লাহিড়ী যিনি গত ৫ বছর বিরোধী বিধায়ক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যুক্ত থাকার ফলে এ রাজ্যের পিছিয়ে পড়া রাজনীতি ও বেহাল অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত। স্বপন বাবু বাজেট পেশের আগে তাই অশোক বাবুর সঙ্গে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে এসেছেন। দ্বিতীয়ত ৫০ বছর ধরে প্রতারিত হয়ে ঠোক্কর খাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ডবল ইঞ্জিন সরকারকে বেছে নিয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে বাংলার জুটশিল্প

মলয় সুর

হুগলী নদীর দুই তীরে ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত বহু জুটমিল রয়েছে। পূর্বদিকে বরাহনগর থেকে নৈহাটি(গরিফা জুটমিল) আর পশ্চিমদিকে বালি মহাদেব জুটমিল থেকে বাঁশবেড়িয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জুট শিল্পের সম্প্রচার। অন্যদিকে, হাওড়ায় চেঙাইল, সাঁকরাইল, বাউরিয়া জুটমিল রয়েছে। একসময় ধোঁয়ায় আকাশ ভরে যেত, আর বাঁশিতে ঘুম ভাঙতো বহু মানুষের। বিভিন্ন শিফটের শ্রমিকদের প্রবেশ-প্রস্থান ছিল, মিল চত্বরে হাট বসতো বেচাকেনায় গমগম করত, পা ফেলা দায় হত। এখন মিলগুলোর অবস্থা করুন সঙ্কটজনক অবস্থা, ভদ্রেশ্বর এঙ্গাস জুটমিলের ডিউটিরত কানাই চন্দ্র বলেন, বিগত দিনে মিলে ৫ হাজার স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক কাজ করতেন, বর্তমানে সেখানে ২ হাজার শ্রমিক রয়েছে। তবে বেশিরভাগ জুটমিলে অবাঙালি শ্রমিক বেশি এই কারণে প্রত্যেকটি মিল চত্বরে অবাঙালিদের বসবাস রয়েছে।

এই রাজ্যে ব্রিটিশরা জুটমিল চালু করার তিনটি কারণ রয়েছে, প্রথমত, কাঁচামাল পাটজাত দ্রব্য প্রচুর উৎপাদন, দ্বিতীয় অল্প পয়সায় সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক। তৃতীয়ত যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম। বর্তমানে কাঁচা পাটের অভাবে সপ্তাহে ৩ দিন বা ৪ দিন করে কাজ চলছে। একসময় এখানকার পাটের তৈরি উন্নত মানের জুট জাত দ্রব্য বিদেশের বাজারে বিক্রি হত, তার গুণগত মান যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। এমনকি কার্পেট তৈরি হত। তৎকালীন বাম আমলে শ্রম মন্ত্রী মহঃ আমিন জুটমিল সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। তিনি নিজে জুটমিলের কর্মী ছিলেন, মন্ত্রী হওয়ার পর বেশিরভাগ জুটমিলগুলিতে গেট মিটিং করতেন

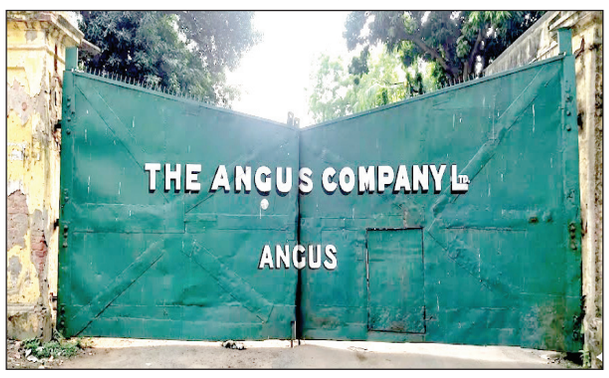

যা মালিকপক্ষকে দাবিয়ে রাখার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের আমলে কোন ও গেট মিটিং বা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক দেখা যায়নি যার দরুন মালিক কর্তৃপক্ষ যা ইচ্ছে করে পার পেয়ে গেছেন। শ্রমিক ছাঁটাই লেগেই থাকত। কোনো প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না, মিলের ইউনিয়ন চুপ থাকত।

এরপর দুয়ের পাতায়

শুশুনিয়ার জঙ্গলে কাঠ চুরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাতের অন্ধকারে লরি বোঝাই কাঠ পাচারের অভিযোগ, বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্ন। বনসৃজন ও কাঠ পাচারের রমরমা কারবার-এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়দের একাংশের কাছ থেকে। অভিযোগের তির বনদপ্তরের কিছু

পরিবেশ রক্ষার বার্তা যখন সরকারি স্তরে জোরকদমে প্রচার করা হচ্ছে, ঠিক তখনই তার আড়ালে বাঁকুড়ার ছাতনা রেঞ্জের শুশুনিয়া বিট এলাকায় চলেছে বড় বড় গাছ কেটে কর্মীর দিকেও, যাদের প্রচ্ছন্ন মদত ছাড়া এত বড় চক্র সক্রিয় থাকা সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন এলাকাবাসী।

এরপর দুয়ের পাতায়

ত্রাণ না দিয়েই দেওয়া হয়েছে ইউ সি!

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : বিপর্যয় মোকাবিলায় কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে দেওয়া ত্রাণ সামগ্রী ও জামাকাপড় ওয়ার্ড অফিসে ডাঁই হয়ে রয়েছে, অথচ কীভাবে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা পৌরসংস্থা। ১৬ জুন কালীঘাট এলাকার মহীশূর উদ্যানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিরোধান দিবসে তাঁর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে এসে পৌর প্রশাসক ও মহাধ্যক্ষা স্মিতা পাণ্ডে বলেন, 'বিপর্যয় মোকাবিলার সামগ্রীগুলি বণ্টন করার পর পৌর প্রতিনিধিরা 'ইউ সি' দিয়ে থাকেন। কিন্তু, এখন দেখা যাচ্ছে, অনেক প্রাক্তন পৌরপ্রতিনিধি সেই সমস্ত ত্রাণসামগ্রী বিলিবণ্টন করেন নি। এখন তদন্ত করে দেখা হবে কেন এগুলি বিলিবণ্টন করা হয়নি। এদিন পৌর প্রশাসক আরও বলেন, 'বিভিন্ন ওয়ার্ড অফিসগুলি ঠিক কী কারণে ব্যবহার করা হত তা-ও খতিয়ে দেখা হবে।' কিন্তু একাধিক পৌরপ্রতিনিধি এদিন পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ দফতর আধিকারিকরাই তো ত্রাণ সঙ্গে জামাকাপড় পৌর প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে প্রাপ্তি স্বীকার বলে সই করিয়ে নিয়ে গিয়ে দায়সারাভাবে সেই স্বাক্ষরের কাগজেই 'ইউ সি' বলে জমা দেন।

বকেয়া বিল বন্ধ জল

অভীক মিত্র : বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মেটাবে কে? প্রশাসনের অন্দরে এই টালবাহানায় ১৫ দিন ধরে জল সরবারহ বন্ধ গ্রামের পর গ্রামে! পাথরচাপুড়ির দাতা বাবা মাজার সারা দেশের অসংখ্য পুণ্যার্থীর ঠিকানা হয় বছরভর। সেই গ্রামেই থাকা জল জীবন জল মিশন প্রকল্পের জল সরবারহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে রয়েছে ৩ জুন থেকে। কারণ খুঁজতে গিয়ে গ্রামের মানুষ জানতে পারে এই জল প্রকল্পের বিদ্যুৎ বিল ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বকেয়া। ফলে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ।

ফলাফল কী হয়েছে? ১১-১২ গ্রামের মানুষের দুর্বিসহ অবস্থা হয়েছে এই প্রখর গরমে। কাউকে ২ কিলোমিটার তো কাউকে ৩ কিলোমিটার দূরে গিয়ে জল আনতে হচ্ছে তাও মিলছে না পর্যাপ্ত। এই গ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম পাথরচাপুড়ি। এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষের সাথে অসংখ্য পুণ্যার্থীর প্রতিদিন পা পড়ে গ্রামে। দৈনন্দিন ব্যবহারের জলের অপ্রতুলতায় নাভিশ্বাস উঠেছে মানুষের। এলাকায় রয়েছে ছাত্রছাত্রী পৃথক হস্টেল সমেত উচ্চ বিদ্যালয়। পড়ুয়ারা পড়েছে চরম অসুবিধায়। উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিষ্ণুচরণ ঘোষের বলেন, 'আমাদের স্কুলের নিজস্ব পাম্পের জলে চাহিদা মেটে না। স্কুলের পড়ুয়া ছাড়াও দুই হস্টেলে রয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। তারা চরম অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি।'

এরপর দুয়ের পাতায়

মডেল বিধানসভায় জঙ্গিপনা বরদাস্ত নয় : শুভেন্দু

কুনাল মালিক

১৭ জুন ফলতার ফতেপুর ফুটবল মাঠের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশ দিলেন পুলিশের উপর হামলাকারী ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহের ধারায় মামলা রুজু করতে হবে। প্রসঙ্গত, ১৬ জুন

পুলিশ হেফাজতে থাকা ফলতার ত্রাস বেতাজ-বাদশা স্বঘোষিত পুষ্পাকে থানা থেকে ছিনিয়ে নিতে তার স্ত্রীর নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ বিক্ষোভে সামিল হয়। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের রুখে দেয় এবং পরিস্থিতি সামলাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লাঠিচার্য করতে হয়, জওয়ানদের তাড়া খেয়ে হামলাকারীরা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচায়। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এদিনের সভা থেকে, গুন্ডামি চলবে না, কোন জঙ্গিপনা বরদাস্ত করা হবে না। ফলতা সহ গোটা রাজ্যেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, কিছু লোক একজন মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল। আমি এসপিকে পরিষ্কার বলে গেলাম ভিডিও ফুটেজে যাদের দেখা গেছে তাদের কেউ যেন বাড়িতে থাকতে না পারে। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিধি মেনে রাষ্ট্রদ্রোহের ধারায় মামলা রুজু করতে হবে। সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বুধবার ফলতায় জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শন করে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ঘোষণাও করেছেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

বেহাল সেতু, আশঙ্কায় পূর্বস্থলীবাসী

দেবাশিস রায়

একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় ভুগছে বিস্তীর্ণ এলাকার লক্ষাধিক বাসিন্দা। বেহাল সেতুটির ওপর দিয়ে মালবাহী ভারী গাড়ি যাতায়াতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা সহ সেতুটি অবিলম্বে সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষ্মীপুর স্টেশন থেকে কমলনগর ঘাট পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কপথের ওপরেই লক্ষ্মীপুর 'দ'-এর ধারের সেতুটি অবস্থিত। কমবেশি ৩০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৩ ফুট চওড়া কংক্রিটের এই সেতুটি অত্যন্ত পুরনো। সেতুর ওপর দিয়ে লক্ষ্মীপুর, তামাঘাটা, আটপাড়া, চুয়াডাঙা, চর চুয়াডাঙা, কমলনগর প্রভৃতি এলাকার পাশাপাশি ঘাট পেরিয়ে নদিয়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করে।

এরপর দুয়ের পাতায়

বিশ্বকর্মা যোজনায় আত্মনির্ভরের স্বপ্ন দেখছে বীরভূমের কর্মকাররা

কুনাল মালিক : প্রবাদ আছে স্যাকরার টুকটাক কামারের এক ঘা। কিন্তু এই ডিজিটাল যুগে সে অর্থে কর্মকার বা তাদের তৈরি কামারশালা সেভাবে আর এখন চোখে পড়ে না। গ্রামেগঞ্জে একসময় এই কর্মকার বা কামারশালার প্রচলন ছিল সর্বত্র। যেখানে হাপড় টেনে কয়লায় আগুন জ্বালিয়ে কাস্তে, বঁটি, সাঁড়াশি বিভিন্ন লোহার জিনিসপত্র তৈরি করতেন গ্রামের মানুষজন। মূলত কর্মকার সম্প্রদায়ের মানুষরা এই সমস্ত পেশাকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আধুনিক যুগে অনেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হওয়ায় কামারশালার প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই ফুরিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি বীরভূমে গিয়ে বেশ কয়েকটি জায়গায় যেমন কড়কড়িয়া বাজার ও হাটতলা বাজার এলাকায় চোখে পড়ল রাস্তার ধারে এখনো স্বমহিমায় বিরাজ করছে কামারশালা। যেখানে মানুষ ভিড় করছেন এই প্রাক বর্ষার আগে আমন ধান চাষের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করার বা শান দেবার জন্য। কেউ লাঙলের ফলায় শান দিচ্ছেন, কেউ খড়কাটা বঁটি তৈরি করছেন, কেউবা কাস্তে-দাওয়ালি তৈরি করতে ব্যস্ত।

কড়কড়িয়া বাজারে চোখে পড়ল এমন একটি কামারশালায় কাজে ব্যস্ত আছেন রবি কর্মকার। রবি কর্মকার জানালেন, তার বাবা ছিলেন নিরঞ্জন কর্মকার এবং তার বাবাও অর্থাৎ রবি কর্মকারের দাদুও এই কর্মকার পেশা মানে কামারশালায় কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তার তিন ছেলেও তাকে এই কাজে সহযোগিতা করে। দুই ছেলে মাধ্যমিক পাস এক ছেলে হাই সেকেন্ডারি পাস। তবে সরকারিভাবে কোন সহযোগিতা তারা বিগত তৃণমূল সরকারের কাছ থেকে পাননি। বাবাকে কাজে সহযোগিতা করছিলেন ছেলে অষ্টম কর্মকার। তিনি জানালেন, এবারে জনকল্যাণ শিবিরে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার ফর্ম ফিলাপ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা নামে নতুন এক জনকল্যাণকর কর্মসূচি বিজেপি সরকার শাসিত পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতে চলেছে। এই প্রকল্পে হস্তশিল্পী বা কারিগররা প্রশিক্ষণ পাবেন, প্রশিক্ষণ চলাকালীন একটা ভাতা পাবেন, তারপরে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ১৫ হাজার টাকার একটা 'টুলকিট' পাবেন। ব্যবসা সম্প্রসারণ এর জন্য খুব কম সুদে প্রথমে ১ লক্ষ টাকা ঋণ পাবেন যেটা ১৮ মাসে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে আরো ২ লক্ষ টাকা ঋণ পাওয়া যাবে যেটা ৩০ মাসে পরিশোধ করতে হবে। বীরভূম এলাকার অনেক কামারশালায় যারা কাজ করেন অর্থাৎ কর্মকার তারা এখন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনায় আত্মনির্ভরের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আমাদের রাজ্যে বিশ্বকর্মা যোজনা শুরু হয়ে গেলে আরো যে সমস্ত হস্তশিল্পীরা আছেন গোটা রাজ্যজুড়ে তারাও এই প্রকল্পে যদি নাম নথিভুক্ত করতে চান অবশ্যই করতে পারেন এবং তাতে করে পশ্চিমবঙ্গের যারা হস্তশিল্পী-মৃৎশিল্পী বা অন্যান্য কারিগর আছেন তাদের পরিবারের আর্থিক পরিকাঠামোটাই পাল্টে যেতে পারে। এই প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা অনেক আগে থেকেই কেন্দ্র

সরকার চালু করেছে কিন্তু আমাদের রাজ্যে যেহেতু তৃণমূল সরকারের ছিল তাই কোনদিনই এই প্রকল্পকে এ রাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এখন রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার স্থাপিত হয়েছে তাই অনেকেই আশা করছেন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণকর কর্মসূচি যদি সফলভাবে চালু হয়ে যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো পরিবর্তিত হতে বেশিদিন সময় লাগবে না।

কাজের খবর

অর্থনীতি

বাজারে আশার আলো

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা বলেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি উপরের দিকে ২৩,৮০০ থেকে ২৪,০০০ পর্যন্ত এবং নিচের দিকে ধীরে উপরের দিকে যাবে। এবার দেখার মুদ্রাস্ফীতি এবং টাকার দাম কেমন স্তরে থাকে যা দিশা ঠিক করবে বাজার কতটা উপরের দিকে যাবে। এই মুহূর্তে কাঁচা তেলের দাম যেটা প্রায় ১০,৪০০ পর্যন্ত চলে গেছিল সেটা ৭০০০ এর কাছাকাছি এসেছে। যদি দেখা যায় এই সপ্তাহে

২২,৮০০ পর্যন্ত আসতে পারে। গতকাল শেষ হওয়া এক্সপাইরিতে বাজার এই রেঞ্জের মধ্যেই ছিল। আজ বুধবার যখন এই লেখা লিখছি তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক ২৪,০৭২। এই সপ্তাহে বাজার উপরের দিকে ২৪,৮০০ এবং নিচের দিকে ২৩,৮০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সমূহ সম্ভাবনা।

যুদ্ধের দামামা যখন বন্ধ হয়ে গেছে এবং কাঁচা তেলের দাম যখন কমতে শুরু হয়েছে তখন আমরা আশা করতেই পারি যে বাজার ধীরে সেটা সাড়ে ৬ হাজারের কাছাকাছি চলে আসে তবে আরও ৭০০ থেকে ৮০০ পয়েন্ট নিফটি সূচক উপরের দিকে যেতেই পারে। এর সাথে আরেকটি বিষয় খুব জরুরী সেটা হচ্ছে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর ছাড় দেওয়াটা খুবই জরুরী না হলে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা বাজারে একেবারেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে না। এত সব কিছুর মধ্যেও আমাদের নজর থাকবে মধ্যপ্রাচ্ছে আবার নতুন করে কোন অশান্তি যাতে দানা না বাধে সেই দিকে।

জঙ্গিপনা নয় : শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

ফলতায় আগামীদিনে স্পেশাল ইকোনমিক জনকে আরো সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করে গড়ে তোলা হবে।
ফলতায় একটি ফায়ার বিগ্রেডের অনুমোদন দেওয়া ইতিমধ্যেই হয়েছে। ফলতাতে একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং থানার পরিকাঠামোকে আরো ঢেলে সাজানো হবে। সেইসঙ্গে মহিলাদের জন্য থানাতে আলাদা হেল্প ডেস্কও থাকবে। বিগত সরকারের সময় আমফানের ত্রাণ নিয়ে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে তার ও নতুন করে তদন্ত শুরু হবে।
তৃণমূলের একদা দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে পরিচিত ফলতাকে নতুন করে সাজাবার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়ে দিয়েছেন ফলতা হবে আগামীদিনের মডেল বিধানসভা। স্বাস্থ্য এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পরিষেবার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বকেয়া বিল বন্ধ জল

প্রথম পাতার পর

বিদ্যুৎ বিল বকেয়ার দরুন জল সরবাহর বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ জানতে বিডিও অফিস থেকে শুরু করে পিএইচই দপ্তর এমনি জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরেও ছুটেছে এলাকার মানুষ। দপ্তরের ব্যাখ্যায় তালগোল পাকিয়েছে মানুষের। এলাকার যুবক জিয়াউর রহমান খানের কথায়, আমরা গণস্বাক্ষর করে বিডিওর কাছে লিখিত দিয়েছি। বিডিও ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা ছুটেছি পিএইচই দপ্তরে। সেখানে বলা হয়েছে বিদ্যুৎ বিল দেয় ওয়াকফ বোর্ড। আমরা জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরে গিয়েছি। সেখান থেকে বলা হয়েছে ১১ গ্রামে জল সরবারহের দরুন এত বিপুল বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে গ্রামবাসীরা করবেন কী? পাথরচাপুড়ি এলাকার জন্য নির্মিত এই জল সরবারহ ব্যবস্থা রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিল ওয়াকফ। এলাকার মানুষ জানিয়েছে, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ও তৃণমূলের নেতারা এই জল সরবারহ এগারোটি গ্রামে ছড়িয়ে দেয়। ফলে বিদ্যুৎ বিল বিশাল অঙ্কে পৌছায়। স্বাভাবিকভাবেই যার দায়ভার বহন করতে অপারগতার কথা জানিয়েছে ওয়াকফ। যা খেসারতে আজ ১৫ দিন হয়ে গেল এলাকার মানুষ জলকষ্টে নাজেহাল। শিশু, পড়ুয়া, মহিলা থেকে অসংখ্য মানুষ দিশাহারা জল জোগারের জন্য। কে দেবে বকেয়া বিল? কবেই বা দেবে? কবে ফিরবে জল সরবরাহের বিদ্যুৎ সংযোগ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে কাঠফাটা রোদে হাপিত্যেশ করে বসে রয়েছে খেটেখাওয়া একের পর এক জনপদ।

বাংলায় ডবল ইঞ্জিনের বাজেট

প্রথম পাতার পর

তারা বুঝেছে কেন্দ্রের সঙ্গে এ রাজ্যের নেতাদের অলীক বিবাদ তাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে, নিজের কর্ম ক্ষমতায় উঠে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ভাতা নির্ভর হয়ে পড়েছে বাংলার মানুষ। শিক্ষিত সভ্য সমাজকে পিছনে ঠেলে দিয়ে বাংলার নেতাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে অশিক্ষিত দুষ্কৃতী লুম্পেনের দল। তৃতীয়ত স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোনো কেন্দ্রীয় শাসক দল পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে খোলাখুলি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। এর আগে নেহেরু থেকে মনমোহন কেউই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাংলার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। বিধান রায় ও প্রফুল্ল সেন শরণার্থী পুনর্বাসনে তেমন সাহায্য পাননি কেন্দ্রের থেকে। ফলে দিনের পর দিন চরম দুর্দশার মধ্যে কাটাতে হয়েছে ওপার থেকে সব হারিয়ে আসা বাঙালি হিন্দুদের। দিনের পর দিন কেন্দ্রের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থেকেছে উত্তরবঙ্গ। চা বাগান এই প্রথম মোদী সরকার বাংলার সম্ভাবনাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে।

বাংলার বঞ্চিত মানুষের চাহিদা আকাশ ছোঁয়া, যার বেশ কিছুর প্রতিফলন ঘটেছে বিজেপির নির্বাচনী সংকল্প পত্রে। এই সব প্রতিশ্রুতি নিয়েও সংবেদনশীল নয়া অর্থমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও কথা দিয়েছেন, সবকটি সংকল্প তাঁরা পূরণ করবেন। প্রবীণ থেকে নবীন, নারী থেকে সরকারি কর্মচারী সকলেই তাকিয়ে আছে ২২ তারিখে ডবল ইঞ্জিনের বাজেটের দিকে।

তাকিয়ে বাংলার জুটশিল্প

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির দরুন কম পয়সায় সিন্থেটিক বস্তা চালু করার দরুন চটের বস্তার প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে। এবার রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার। বর্তমান বিজেপি সরকারের দুই মন্ত্রী রয়েছেন শিল্প বাঁচানোর নোয়াপাড়ার পরিবহন ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। যিনি শ্যামনগর নোয়াপাড়ার অঞ্চলের বাসিন্দা। বহুদিন থেকে জুটমিল ব্যাপারে অবগত আছেন, ভোটের আগে জুটমিল খোলার স্বপ্ন ফেরির বহু ইতিহাসের সাক্ষী। দ্বিতীয়জন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। এখন ঐতিহ্যবাহী জুটমিলগুলি পুনরুজ্জীবন ও বন্ধ জুটমিল খোলার দাবিতে শ্রমিকরা চাইছেন উচ্চ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করে দ্রুত সচল হোক জুটমিলগুলি।

১৯৭৯ শিক্ষক, অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ দিল্লি সরকারের অধীন সংস্থা দিল্লি সাব–অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (কম্পিউটার সায়েন্স), ডোমেস্টিক টিচার, ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (স্পেশাল এডুকেশন টিচার), স্পেশাল এডুকেটর (প্রাইমারি), আই.টি. অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড–এ, ফিটার গ্রেড–।।, জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১,১৭৯ জন ছেলেমেয়ে নিচে হ। কারা কোন পদের জন্য আবেদনের যোগ্য:

পোষ্ট কোড: 21/26: জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (বায়োলজি): জুলজি, বটানি, মাইক্রোবায়োলজি, অ্যানথ্রোপলজি, বায়োলজি, হিউম্যান বায়োলজি, লাইফ সায়েন্স, বায়ো কেমিস্ট্রি, জেনেটিক্স, বায়োটেকনোলজি, মলিকিউলার বায়োলজি, ফরেন্সিক সায়েন্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। বায়োটেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৯,২০০–৯২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪৪টি (জেনাঃ ১৭, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডবু. এস. ৪)। পোষ্ট কোড: 22/26: জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (ব্যালিস্টিক্স): ফিজিক্স বা, অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে ফিজিক্স, অঙ্ক, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স, ফরেন্সিক সায়েন্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। বায়োটেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৯,২০০–১২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৮টি (জেনাঃ ৭. ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ২)।

পোষ্ট কোড: 23/26: জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেমিস্ট্রি): কেমিস্ট্রি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে কেমিস্ট্রি, টক্সিকোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফরেন্সিক সায়েন্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। বায়োটেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২৯,২০০–১২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ ৩৭টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ১৫, তঃজাঃ ৫. তঃউঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ৪)।

পোষ্ট কোড: 24/26: জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (লাই ডিটেকশন) : সাইকোলজি বা, ক্রিমিনোলজির মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। বায়োটেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২১,২০০–১২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ: ১২টি (জেনাঃ ৭. ও.বি.সি. ২. তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১)।

পোষ্ট কোড: 25/26: জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (ডকুমেন্টস): ফিজিক্স বা, কেমিস্ট্রি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা, ফরেন্সিক সায়েন্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৯,২০০–৯২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৫টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ২)।

পোষ্ট কোড: 27/26: জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (ফটো): ফিজিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ডাটা অ্যানালিটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ফরেন্সিক সায়েন্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বি.টেক. কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৯,২০০–১২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৪টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৩. তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১)।

পোস্ট কোড: 28/26: জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (সাইবার ফরেন্সিক): ইলেক্ট্রনিক্স বা, সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ফিজিক্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৯,২০০–১২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ৮১টি (জেনাঃ ৩৫, ও.বি.সি. ২১, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ৭)।

পোস্ট কোড: 29/26: জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (ক্রাইম সেন্স / ডিস্ট্রিক্ট মোবাইল ফরেন্সিক ইউনিট): জুলজি, বটানি, অ্যানথ্রোপলজি, মাইক্রোবায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, টক্সিকোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফরেন্সিক সায়েন্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৯,২০০–৯২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪৬টি (জেনাঃ ২১, ও.বি.সি. ১২, তঃজাঃ ৬. তঃউঃজাঃ ৩, ই. ডব্লু.এস. ৪)।

পোষ্ট কোড: 34/26: আই.টি. অ্যাসিস্ট্যান্ট, গ্রেড–এ: যে কোনো শাখীর উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ইংরিজিতে ডাটা এন্ট্রির কাজে ঘণ্টায় অন্তত ৮,০০০ কী ডিপ্রেশনে – গতি থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ১২৫টি (জেনাঃ ৫১, ও.বি.সি. ৩৪, তঃজাঃ ১৯, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১২)

পোষ্ট কোড: 35/26: ফিটার গ্রেড–।।: আই.টি.আই. থেকে প্লাম্বার – ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা প্লাম্বিং, জি.আই., সি.আই. পাইপ – সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৫,২০০–২০,২০০ টাকা, গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩৬টি (জেনাঃ ১৭, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ৩)।

পোষ্ট কোড: 43/26: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (স্পেশাল এডুকেশন টিচার): যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা বি.এড. (স্পেশাল এডুকেশন) কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বি.এড. কোর্স পাশরা ১/২ বছরের স্পেশাল এডুকেশনের ডিপ্লোমা কিংবা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। সি.বি.এস.ই.র সি–টেট (ষষ্ঠ থেকে এইট পর্যন্ত) পাশ করে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৬৩টি (জেনাঃ ১৩৫, তঃজাঃ ১৯, ই.ডব্লু.এস. ১)।

পোষ্ট কোড: 44/26: স্পেশাল এডুকেটর (প্রাইমারি): মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, ও.বি.সি., প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। আর.সি.আই. অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ডি.এড. (স্পেশাল এডুকেশন) কিংবা সাধারণ ডি.এল.এড. কোর্সের সঙ্গে আর.সি.আই. অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা বা, সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে। সেই সঙ্গে অন্তত ৬ মাস বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পাঠদানের প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিং থাকা দরকার। যাঁদের এই ট্রেনিং নেই, তাঁরাও যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় আর.সি.আই–এর ইন সার্ভিস ট্রেনিং কোর্স চালু হলে সেটি করে নিতে হবে। যাঁদের এই ট্রেনিং করা – আছে, তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন। সব ক্ষেত্রে সি–টেট পাশ হতে হবে। – বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪৫০টি (জেনাঃ ১৮৪, ও.বি.সি. ১২১, তঃজাঃ ৬৭, তঃউঃজাঃ ৩৩, ই.ডব্রু. এস. ৪৫)।

পোস্ট কোড 41/26: ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (কম্পিউটার সায়েন্স) : কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের গ্র্যাজুয়েটেরা যোগ্য। কম্পিউটার – সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা ডোয়েক থেকে এ লেভেল কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ৬৭৫টি (জেনাঃ ৪১৬, তঃজাঃ ১০৪, তঃউঃজাঃ ৩৯, ই.ডব্লু.এস. ১১৬)।

পোস্ট কোড 42/26: ডোমেস্টিক সায়েন্স টিচার: ডোমেস্টিক সায়েন্স বা, হোম সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েটেরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১২৯টি (জেনাঃ ৩৬, ও.বি.সি. ৪৯, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজঃ ১৬, ই.ডব্লু.এস. ২০)।

সব পদের বেলায় ন্যূনতম বয়স গুণতে হবে ১৫–৭–২০২৬ এর হিসাবে ন্যূনতম বয়স হতে হবে ১৮ বছর। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। বিজ্ঞপ্তি নং: 03/2026.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ২০০ নম্বরের ২০০টি এম.সি.কিউ. টাইপের প্রশ্ন হবে। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং এবিলিটি, অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, টেস্ট অফ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন, টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন। প্রতিটি পার্টে থাকবে ২০ নম্বর। এছাড়াও দ্বিতীয় পার্টে থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর এম.সি.কিউ. টাইপের ১০০টি প্রশ্ন।

পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পারেন এই ওয়েবসাইটে: https://dsssb.delhi.gov.in সফল হলে স্কিল টেস্ট।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৬ জুন থেকে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://dsssbonline.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম, রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। এবার স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণ পত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য সাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কাঠ চুরির অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুশুনিয়া, ঝাঁটিপাহাড়ি ও সংলগ্ন জঙ্গল এলাকা থেকে নিয়মিতভাবে মূল্যবান ও নিষিদ্ধ প্রজাতির গাছ কেটে রাতের অন্ধকারে কিংবা ভোরের আলো ফোটার আগেই লরি বোঝাই করে বাইরে পাচার করা হচ্ছে। অথচ বনদপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যত কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিট অফিসার সুপ্রদীপ মাহাতোকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'এই বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। কর্মীর অভাবে শুশুনিয়া, ঝাঁটিপাহাড়ি ও ছাতনা– তিনটি বিট সামলাতে অসুবিধা হচ্ছে।' তবে স্থানীয়দের দাবি, গাছ কাটার খবর সকালেই বনদপ্তরের কাছে পৌঁছেছিল। তা সত্ত্বেও দ্রুত ব্যবস্থা না নিয়ে দীর্ঘ সময় গড়িমসি করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের তরফে চাপ সৃষ্টি হওয়ার পর বিকেলে তদন্তে যাওয়ার কথা জানানো হয়। ততক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে কাঠ সরিয়ে ফেলার যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে যেতে পারে পাচারকারীরা।

অন্যদিকে, ছাতনা রেঞ্জারের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি বলে জানা যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ আরও গুরুতর। তাদের দাবি, বনদপ্তরের একাংশের সঙ্গে কাঠ মাফিয়াদের যোগসাজশ না থাকলে দিনের পর দিন এভাবে জঙ্গল সাফ হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একদিকে অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে বনদপ্তরের বিভিন্ন অফিস থেকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে চারা গাছ বিলি করা হচ্ছে, অন্যদিকে সেই বনভূমিতেই নির্বিচারে গাছ কেটে পাচার চলছে—এই দ্বিচারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ।

প্রশ্ন উঠছে—বনসৃজনের নামে শুধু প্রচার, আর বাস্তবে কি জঙ্গলকে তুলে দেওয়া হচ্ছে কাঠ মাফিয়াদের হাতে? বনদপ্তর কি সত্যিই অসহায়, নাকি নীরবতার আড়ালে লুকিয়ে আছে আরও বড় কোনও সত্য?

বেহাল সেতু, আশঙ্কায় পূর্বস্থলীবাসী

প্রথম পাতার পর

সেইসঙ্গে অটো, টোটো, মোটরবাইক, মোটরভ্যান, ট্রাক্টর সহ পণ্যবাহী নানাধরনের যানবাহনও চলে। এককথায়, বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ। কোনও কারণে কোনওসময় এই রাস্তাটিতে যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেলে লক্ষাধিক বাসিন্দা কার্যত চরমতম সমস্যায় পড়ে যাবে।

অথচ এমন রাস্তার ওপরে অবস্থিত কংক্রিটের সেতুটি দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত বেহাল হয়ে থাকলেও সেটিকে সংস্কারের জন্য প্রশাসনের কোনও উদ্যোগই চোখে পড়েনি। পূর্বস্থলী থানা শুধুমাত্র যাতায়াতকারীদের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কতামূলক বার্তা জানিয়ে রেলগার্ড বসিয়ে দায়সারা ভূমিকা পালন করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কংক্রিটের সেতুটির ওপর একাধিক জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। সেতুর নীচের অংশে একাধিক জায়গা থেকে কংক্রিটের চাঙর খসে খসে পড়ছে। এমনকি পিলারের একাধিক জায়গায় জরাজীর্ণ পরিস্থিতি। সেতুর দুধারে লোহার রেলিংয়ের অনেকখানি উধাও। এককথায় দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে সেতুটির এমনতর ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যেকোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

এই আশঙ্কা থেকেই এলাকার বাসিন্দারা সেতুটির ওপর দিয়ে ভারী যানবাহন যাতায়াতে ঘোরতর আপত্তি জানানোর পাশাপাশি অবিলম্বে সেতুটি সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। এই দাবির সমর্থনে ১৭ জুন এলাকার কিছু বাসিন্দা বেশ খানিকক্ষণ সেতুটিতে অবরোধও করেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, লক্ষ্মীপুর 'দ'–এর ধারের এই সেতুটি বহু বছর ধরে সংস্কার হয়নি। তার ওপর বর্তমানে মাটিবোঝাই অসংখ্য ট্রাক্টর সহ নানাধরনের পণ্যবাহী ভারী গাড়ি চলাচলের কারণে সেতুটি ভয়ংকরভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই সেতুর ওপর দিয়েই লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন পেশার অসংখ্য মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দিকে যাতায়াত করে থাকে। চর চুয়াডাঙার বাসিন্দা বিপদ ঘোষ পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা। তাকেও একরাশ আশঙ্কা বুকে নিয়েই ওই জরাজীর্ণ সেতুর ওপর দিয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতে হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একমুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে একবুক আশঙ্কা নিয়ে বেহাল সেতুটিকে দেখছিলেন। তিনি বলেন, এই ব্রিজের ওপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল অবিলম্বে বন্ধ করে দিয়ে ব্রিজটার সংস্কার কাজ শুরু করতে হবে। তা নাহলে যেকোনও সময় বড়ো ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সেইসঙ্গে যদি ব্রিজটা কোনওভাবে ভেঙে পড়ে তাহলে বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে খুবই সমস্যা হবে। এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানার জন্য এলাকার বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোনকল রিসিভ করেননি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২০ জুন – ২৬ জুন, ২০২৬

মেষ রাশি : আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর পরিকল্পনা করে নিলে, আপনি সেগুলোকে আরও ভালোভাবে গুছিয়ে নিতে পারবেন। আদালতের কোনো সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে আসতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আনন্দ বয়ে আনবে।

বৃষ রাশি : আপনার কিছু বিশেষ মানুষের সাথে দেখা করার সুযোগ হবে। আপনি আপনার ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করবেন। শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকার বা কর্মজীবন–সম্পর্কিত কার্যকলাপে সফল হতে পারে। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। নিজের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য অন্যায্য উপায় অবলম্বন করবেন না।

মিথুন রাশি : একটি সুশৃঙ্খল রুটিন বজায় রাখা আপনাকে অনেক কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে পারে। আপনার বোধশক্তি এবং প্রজ্ঞা আপনাকে একটি পারিবারিক বিষয় সমাধান করতে সাহায্য করবে। কোনো নিকটাত্মীয়কে একটি সমস্যায় সাহায্য করার প্রয়োজন হতে পারে। এটি করলে আপনি অভ্যন্তরীণ আনন্দ লাভ করবেন।

কর্কট রাশি : কাজের চাপ অনেক বেশি থাকবে, কিন্তু আপনি উদ্যোগী হয়ে প্রায় সবকিছুই সম্পন্ন করবেন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য এটি একটি দারুণ সময়। তরুণদের নিজেদের কর্মজীবনের ব্যাপারে পরিশ্রমী হওয়া উচিত। আপনি একজন বিশেষ ব্যক্তির কাছ থেকেও সমর্থন পাবেন।

সিংহ রাশি : কিছু বিশেষ কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হবে। আপনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন। এটি আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনেও সহায়তা করবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে কোনো ধর্মীয় স্থানে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনি সন্তানের কোনো কৃতিত্বের বিষয়ে সুসংবাদ পেতে পারেন।

কন্যা রাশি : আপনি ফোন কল বা কোনো আত্মীয়ের মাধ্যমে কিছু সুসংবাদ পাবেন। আপনার কণ্ঠস্বর অন্যদের প্রভাবিত করে। এই গুণগুলো আপনাকে আর্থিক ও ব্যবসায়িক বিষয়ে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করবে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং তাড়াহুড়ো আপনাকে আত্মবিসর্জন দিতে পারে। এই গুণগুলোকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

তুলা রাশি : বাড়িতে অতিথিদের আনাগোনা বাড়বে এবং সময় আনন্দে কাটবে। আপনার আদর্শবাদী ও পরিণত আচরণ আপনার সামাজিক ভাবমূর্তি উন্নত করবে। এমনকি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কোনো কাজও সম্পন্ন হতে চলেছে।

বৃশ্চিক রাশি : একটি ইতিবাচক চিন্তা আপনাকে নতুন দিকনির্দেশনা দেবে। সৃজনশীল কাজে কিছু সময় ব্যয় করলে আপনি শক্তি পাবেন। বেশিরভাগ কাজ কোনো বাধা ছাড়াই সম্পন্ন হবে, যদিও অধ্যবসায় এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ–তরুণীরা তাদের প্রকল্পের সাফল্যে স্বস্তি বোধ করবে।

ধনু রাশি : গ্রহের অবস্থান চমৎকার। আপনি যদি আপনার স্বপ্ন এবং কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চান, তবে নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতার উপর বিশ্বাস রাখুন। আপনি অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন। কোথাও আটকে থাকা টাকা ফিরে পেলে আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। যেকোনো প্রতিকূলতার মুখে আতঙ্কিত না হয়ে, একটি সমাধান খোঁজার চেষ্টা করুন।

মকর রাশি : আপনি একটি পারিবারিক দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন। এটি আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত কাজে মনোযোগ দিতে সাহায্য করবে। আপনি যদি সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তবে তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন। আপনি অবশ্যই সাফল্য অর্জন করবেন। সপ্তাহের শেষে সন্তান–সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেকোনো সমস্যা সমাধানে আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন পাবেন, তাই তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন।

কুম্ভ রাশি : পরিবার–সম্পর্কিত যেকোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। আপনার বিচক্ষণতা এবং বোধশক্তি আপনাকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সক্ষম করবে। কোনো ফোন কল উপেক্ষা করবেন না; আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। অন্যের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ আপনার সুনামের ক্ষতি করতে পারে। দ্রুত সাফল্যের লোভে কোনো অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন না।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে একটি কাঙ্ক্ষিত কাজ সম্পন্ন হতে চলেছে। আপনি প্রতিযোগিতামূলক বিষয়ে সাফল্য পাবেন। আপনার চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের কাছে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরা পরাজিত হবে। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের আশীর্বাদ পেতে থাকবেন।

শব্দবার্তা ৩৯৬

১	■	■	২		৩		
	■	■		■		■	■
৪				■		■	■
	■	■	■	■	৫		৬
৭		৮	■	■	■	■	
■	■		■	৯			
■	■		■		■	■	
১০					■	■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২.সংকীর্ণ মন ৪. বিন্যাস, সন্নিবেশ ৫. কন্দর্প ৭. যুদ্ধ, সংগ্রাম ৯. বাহিনী ১০. লিপিকুশলতা।

উপর–নীচ

১. সাবালক অবস্থা, যৌবন ২. বর্জন, ত্যাগ ৩. শ্রেষ্ঠ মানব ৬. জঙ্গলের মধ্যে তৈরি বাড়ি ৮. রোজগার ৯. কাপড় সেলাই করা যাঁর পেশা।

সমাধান : ৩৯৫

পাশাপাশি : ১. সংগঠন ৪. তুমার ৬. জল ৮. কঙ্কাল ৯. বাইরে ১১. খাক ১৩. টনিক ১৫. শোণিতধারা।
উপর–নীচ : ১. সমাজ ২. গজ ৩. নতুন ৫. রজতরেখা ৭. লকআউট ১০. মকশো ১২. কটরা, ১৪. ভাত।

মাতলার চর অবৈধ দখলদারদের কব্জায়

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : মাতলা নদীর চরের বিভিন্ন জায়গাতে অবৈধভাবে গজিয়ে উঠেছে একাধিক পাকাবাড়ি। মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয় সেই সমস্ত জায়গা জমি। বেশ কয়েকবছর ধরেই তা চলছিল রমরমিয়ে। উঠেছে সেখানে। সব মিলিয়ে দিনের পর দিন দখল হয়েছে মাতলার চর।

মাতলার চরে থাকা একাধিক রেঁস্তোরা, কফিশপ থেকে শুরু করে বৃদ্ধাশ্রমকে নোটিশ দিলেও অনেকেই এদিন কাগজপত্র নিয়ে উপস্থিত হতে

বিভিন্ন মানুষজন সেই সমস্ত জায়গা জমি কিনে ইতিমধ্যে বাড়ি করে থাকতেও শুরু করে দিয়েছে। কেউ বা কাঠা পিছু ৩ লাখ টাকা কেউবা ২ লাখ টাকা দিয়ে কিনেছেন মাতলা নদীর চর। সরকার পরিবর্তন হতেই সেইসব মাতলা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষজনকে উপযুক্ত কাগজপত্র নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল ১৮ জুন। মাতলার চরে মাছের ভেড়ি দখল করে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার ছেলের বিরুদ্ধে উঠেছে বিরাট এলাকা জুড়ে কফিশপ করার অভিযোগ। 'অরণ্যের কুলে' নামে একটি ক্যাফে তৈরিও হয়েছে সেখানে যেটি শওকত মোল্লার ছেলে নিজেই করেছে। শুধু তাই নয় তাছাড়া আরও বেশ কিছু জমি সেখানে দখল করা হয়েছে নার্সিংহোম এবং বাড়ি তৈরি করার জন্য। একাধিক রেস্টুরেন্ট গজিয়ে পারেনি। যারা উপস্থিত হয়েছিলেন তারা উপযুক্ত কাগজ দেখাতে পারেনি। কয়েকদিন আগে মাতলার চরের বেশ কয়েকটি দোকান বাড়িঘর সহ বিভিন্ন দখলদারদের খালি করার নোটিশ দেওয়া হয়। সেই নোটিশ পাওয়ার পর ১৮ জুন ছিল শুনানি দিন। এদিন শুনানিতে বেশিরভাগ জমি অধিগ্রহণকারীরা আসেননি। তবে যে সমস্ত মানুষজন উপস্থিত হয়েছিলেন তারা সেই ভাবে মহাকুমা শাসকের কাছে কোনওরকম উপযুক্ত কাগজপত্র দেখাতে পারেননি বলে মহাকুমা শাসকের দপ্তর সূত্রে খবর।

এ বিষয়ে ক্যানিংয়ের মহাকুমা শাসক প্রণব মালিয়াল বলেন, বেশ কয়েকজন উপস্থিত হয়েছিলেন তাদেরকে আমরা আবার পুনরায় কাগজপত্র নিয়ে ২ সপ্তাহের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি করা হবে।

জব কার্ড আটকে রাখার অভিযোগে বিক্ষোভ

বিশাল দাস, বোলপুর : কার্ড আটকে রাখার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বীরভূম জেলার নানুর বিধানসভার অন্তর্গত মুলুক গ্রামে। ১৪ জুন সকালে একাধিক আদিবাসী পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভে সামিল হয়ে অভিযোগ তোলেন যে, প্রাক্তন উপপ্রধান তথা বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্যের

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার না করে আজিজুল হক জানান, তার কাছে কিছু জব কার্ড রয়েছে ঠিকই, তবে অভিযোগে যে সংখ্যার কথা বলা হচ্ছে তা বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই। তার দাবি, বিষয়টি নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনের প্রয়োজন হলে বিষয়টি নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ সহযোগিতা

দাদা আজিজুল হক তাদের জব কার্ড দীর্ঘদিন ধরে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের (১০০ দিনের কাজ) সঙ্গে যুক্ত বহু শ্রমিকের জব কার্ড তাদের হাতে নেই। অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে কার্ডগুলি সংগ্রহ করে নেওয়ার পর সেগুলি আর ফেরত দেওয়া হয়নি। এর ফলে সরকারি প্রকল্পে কাজ পাওয়া, মজুরি সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি। ওইদিন গ্রামবাসীরা আজিজুল হকের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ চলাকালীন তারা দ্রুত জব কার্ড ফেরত দেওয়া এবং বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

করবেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিক্ষোভ চলাকালীন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে আজিজুল হক একটি গাড়িতে করে এলাকা ছেড়ে চলে যান। এরপরও কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে।

এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রকৃত তথ্য সামনে আনা হোক এবং যাদের জব কার্ড আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ, তাদের দ্রুত কার্ড ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। অন্যদিকে, অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিও উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুলুক গ্রামে উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বেহাল হাওড়া–আমতা রেল পরিষেবা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : সব কিছু পাল্টানোর অঙ্গীকার নিয়ে পরিবর্তনের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিপুল ভোটে জনতার রায়ে এককভাবে এরাজ্যে এখন ডবল সরকার। এই নতুন সরকারের কাছে জনগণের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। বহুদিনের জমে থাকা কাজ যদিও একদিনে হয় না তবুও মানুষ অপেক্ষায় আছে। যেমন হাওড়া আমরা রেল পরিষেবা নিয়ে নিত্যযাত্রী থেকে আমজনতার অভিযোগ নিত্যদিনের।

হাওড়া–আমতা লাইনে ট্রেন সংখ্যা তুলনামূলক কম, সময় মতো

ট্রেন চলাচল না করা, অধিকাংশ প্ল্যাটফর্মের অবস্থা বেহাল। হাওড়া–আমতা রেল পরিষেবা সাধারণত কিছু প্ল্যাটফর্ম বাদ দিলে সব প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা মাঠের মাঝখানে। বিশেষ করে রাত্রে সুরক্ষা নিয়ে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে দুঃচিন্তা রয়েছে। আবার অনেক প্ল্যাটফর্মের বেহাল দশা। প্ল্যাটফর্ম আগাছায় ভরে গেছে। শৌচালয় আছে ঠিকই তবে তা ব্যবহারযোগ্য নয়। কোনও কোনও প্ল্যাটফর্মে পাখা তো দূরের কথা আলোরও ঠিক মত ব্যবস্থা নেই। পানীয় জলেরও একই অবস্থা। যদিও অনেক প্ল্যাটফর্মে কাজ চলছে তবে তা খুবই ধীর গতিতে। বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে নিত্যযাত্রীদের আবেদন এবার হাওড়া–আমতা রেল পরিষেবা বদলানো দরকার। এখন দেখার নিত্যযাত্রী থেকে আমজনতার মান্যতা দিয়ে কতদিনে হাওড়া আমতা রেল পরিষেবার পরিবর্তন ঘটে।

হাওড়ায় রাস্তা সারানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : উপযুক্ত রাস্তা সেই এলাকার উন্নয়নের সুন্দর ভূমিকা বহন করে। রাস্তা যে যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে সর্বত্রই উন্নতির ধারক–বাহক। সেই রাস্তা যখন চলাফেরার অযোগ্য হয়ে ওঠে তখন সেই এলাকার উন্নয়নও থমকে যায়। এমনই এক রাস্তা হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত হাতিহাল হাটতলা থেকে হাওড়া আমতা রেল লাইনের উপর দিয়ে বেলে সিংহবাহিনী মাতার মন্দিরে যাওয়ার রাস্তাটি বর্তমানে বেহাল দশা। পিচের এই রাস্তাটি ছোট বড় গর্তে যেমন সকলে নাজেহাল তেমনি রাস্তার পিচ উঠে যাওয়ার ফলে ছোট ছোট পাথরের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে রাস্তার উপর। ফলে সাইকেল আরহী থেকে সকল ছোট বড় গাড়ি চালকদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এই রাস্তা দিয়ে প্রধানত ছোট গাড়ি যাতায়াত করলেও বড় গাড়ি মাঝেমধ্যেই চলাচল করে থাকে। গ্রামীণ এই রাস্তাটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরানোর দাবি এলাকাবাসী থেকে নিত্য যাত্রীদের। এখন দেখার প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই রাস্তাটি সরানোর জন্য কি ভূমিকা গ্রহণ করে।

কাউন্সিলরের স্বামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর সংঘটিত কথিত ভোট–পরবর্তী হিংসার ঘটনায় ১৭ জুন গভীর রাতে হুগলির বলাগড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হল বোলপুর পৌরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রুবি দাস রায়ের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা ইন্দ্রজিৎ রায় ওরফে হারু। বৃহস্পতিবার তাকে বোলপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এলাকায় মারধর, ভাঙচুর, সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক একাধিক ঘটনার অভিযোগ তুলে সম্প্রতি বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মিলন সাঁতরা। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিশ।

অভিযুক্তকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় বোলপুর থানার সামনে কয়েকজন বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেনও তাকে লক্ষ্য করে পচা ডিমও নিক্ষেপ করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য থানা চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

হকার উচ্ছেদ নিয়ে সরব মহঃ সেলিম

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই একাধিক রেল স্টেশন থেকে খেটে খাওয়া হকারদের উচ্ছেদ এবং এসআইআর–এর নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে ডায়মন্ড হারবারে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল সিপিআইএম। ১৬ জুন ডায়মন্ড হারবার মহকুমা এলাকায় অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন দলের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম–সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিনের কর্মসূচিতে ডায়মন্ড হারবারের রাজপথ কার্যত লাল পতাকায় ছেয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর এলাকায় সিপিআইএমের এত বড় জমায়েত ও মিছিল নজর কাড়ে সাধারণ মানুষের। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ২০১৮ সালের পর ডায়মন্ড হারবারে সিপিআইএমের এত বড় মাপের ডেপুটেশন বা মিছিল আর দেখা যায়নি।

ডেপুটেশন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিম বলেন, 'পুনর্বাসন ছাড়াই হাজার হাজার খেটে খাওয়া গরিব হকারদের জীবিকা

কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে এসআইআর–এর নামে বহু বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানুষের জীবিকার উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরও জোরদার হবে।' তিনি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, সাধারণ মানুষের সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতে দুই দলই রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। মানুষের অধিকার রক্ষায় বামপন্থীদের আন্দোলন আগামীদিনেও চলবে।'

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডায়মন্ড হারবারের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন পর সিপিআইএমের শক্তি প্রদর্শন ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে আলোচনা।

বাখরাহাটে শুরু সংস্কার
আলিপুর বার্তার খবরের জের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সংখ্যায় 'রাস্তার বেহাল অবস্থায় নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা' শীর্ষক একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের রায়পুর মোড় থেকে বাখরাহাট বাজার পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থায় নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা শীর্ষক সংবাদের ছবিও প্রকাশ করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে এই অংশটুকু সংস্কার হচ্ছিল না। রাস্তায় বড় বড় গর্তে জল জমে চরম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বিষয়টি আমরা জানিয়েছিলাম বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আলমগীর হোসেনকে। তিনি বলেছিলেন, পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সংস্কার করা হবে। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছিল, এই বেহাল অংশে যে পেভার ব্লক বিছানোর কথা সেটা নাকি পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার শুরু হয়েছে আর একটুখানি অংশ বাকি আছে। এলাকার নিত্যযাত্রীরাও স্বস্তি বোধ করেছে এই সংস্কারের কারণে। আমরাও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আলমগীর হোসেনকে তিনি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো। ধৃতের নাম বাবলু হালদার। ধৃতের বাড়ি কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের কলতলা এলাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সুত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি বড় বন্দুক সহ ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে বাসন্তী থানার

পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় বাসন্তী থানার পুলিশ বেআইনি অস্ত্রের জন্য একটি মামলা রুজু করেছে। ধৃতকে শুক্রবার আদালতে তোলা হয়। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস ও ঘটনার সাথে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিক্ষক সংগঠনের ডেপুটেশন

সুমন আদক, হাওড়া : টেট সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা দূর করতে সংসদে অর্ডিন্যান্স জারির দাবিতে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ পশ্চিমবঙ্গ (বিদ্যালয় শিক্ষা)–এর হাওড়া জেলা শাখা ১৮ জুন জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি চন্দ্রশেখর সিং, জেলা সভাপতি মিন্টু চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক ডঃ সচ্চিদানন্দ দাস, জেলা কোষাধ্যক্ষ শ্যামল কুমার মাইতি, জেলা মহিলা প্রমুখ দূর্গা

সোনকর। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় অনুযায়ী কর্মরত নন–টেট শিক্ষকদের ৩১ আগস্ট ২০২৮ এর মধ্যে টেট উত্তীর্ণ হতে হবে। অন্যথায় অনেক শিক্ষক বাধ্যতামূলক অবসরের ঝুঁকি সহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবেন। সংগঠকদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে অর্ডিন্যান্স এনে পরবর্তীতে আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। সংগঠনের তরফে জানানো হয়, দেশের প্রতিটি জেলা প্রশাসনের কাছে এই দাবিতে এদিন ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

জেলিয়াখালি ডাকঘরে ডাক বিলিতে কারচুপি : জনসাধারণের দুর্ভোগ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সন্দেশখালি থানার জেলিয়াখালি গ্রামের ডাকঘরে ডাকবিলিতে নানাধরণের কারচুপি চলছে। অভিযোগে প্রকাশ, ক্যানিং থেকে জেলিয়াখালিতে ডাক আসতে মাত্র একদিন সময় লাগে। অথচ কলকাতার চিঠি গ্রামবাসীদের হাতে পৌঁছায় দিন পনের পরে। স্থানীয় ব্যক্তিরা জানালেন, পোষ্টমাস্টার ডাকবিলির ব্যাপারে কারচুপি করছেন। তার ফলে ডাকবিলিতে বিলম্ব ঘটছে এবং জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। আরও জানাগেল, ডাকঘর সময়মত খোলা হয় না এবং ইচ্ছামত বন্ধ করে দেওয়া হয়। জেলেখালির আধিবাসীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগে প্রকাশ কয়েক বছর আগে উল্লিখিত পোষ্টমাস্টার মহাশয় স্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্কে সম্পাদক ছিলেন এবং ঐ সময় তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার টাকার হিসাব গরমিলের বিষয় ধরা পড়ে। এখনও ঐ কেস চলছে। আরও জানা গেল, স্থানীয় অধিবাসীরা এ বিষয়ে বহুবার পোষ্ট মাষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও তার কোন ফল পায়নি। জেলেখালি আধিবাসীদের অভিমত এই যে, ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে পূর্ণ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করুন।

১০ম বর্ষ, ১৯ জুন ১৯৭৬, শনিবার, ২৮ সংখ্যা

মদের দোকান বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মদের দোকান বন্ধ করার দাবি জানিয়ে ১৬ জুন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হয় ক্যানিংয়ে নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের পশ্চিম হাতামারি(তালতলা) গ্রামের বাসিন্দারা। মদের দোকানের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ অবস্থান চলতে থাকে। বিক্ষোভ অবস্থানের ফলে গোলাবাড়ি–ক্যানিং রোডের রাস্তায় বের হতে লজ্জা বোধ করে, তাদেরকে কটুক্তি করে মাতালরা। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দিশেহারা। ওই পথে যেতেই তারাও কটুক্তির শিকার হয়। মদের দোকানের ঢিলছোড়া দূরত্বে নারকেতলা ও তালতলা এলাকায় একাধিক মন্দির রয়েছে। পুজোর সময় মাতালদের দাপটে ব্যাঘাত ঘটে। নষ্ট হচ্ছে এলাকার পরিবেশ। পুলিশ প্রশাসন

যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজীর হয় ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। মৃদু লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভ তুলে দেয়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজন ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামবাসীদের দাবি, সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত মদের দোকান খোলা থাকে। এলাকার মেয়ে, বৌ যদি মদের দোকান বন্ধ না করে তাহলে আগামীদিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য থাকবো।

এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন মদের দোকান বন্ধ করার দাবি জানিয়ে শতাধিক স্বাক্ষর সম্মিলিত একটি স্বারকলিপি ক্যানিং থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় গ্রামবাসীরা।

বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতে দক্ষিণ ডেভিসাবাদ গ্রামে তৃণমূল নেতা আপতার হোসেন সরদারের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। পুলিশ সুত্রের খবর, ১৫ জুন রাতে ক্যানিং থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়েই ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দক্ষিণ ডেভিসাবাদ গ্রামে হানা দেয়। তবে পুলিশের উপস্থিতির খবর আগাম জানতে পেরে অভিযুক্ত আপতার হোসেন পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। চিরুনী তল্লাশি অভিযানে তৃণমূল নেতা আপতারের বাড়ি থেকে একটি বড় বন্দুক, একটি ছোট বন্দুক, এক রাউন্ত কার্তুজ, ১২ বোরের ১২৫ রাউন্ড কাতুর্জের খোল এবং আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র উদ্ধার করে পুলিশ। কিভাবে এই আগ্নেয়াস্ত্র কাছে রেখেছিল ওই তৃণমূল নেতা? কি উদ্দেশ্য ছিল? কার্তুজগুলো কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে এবং অভিযুক্ত ধরতে তল্লাশি অভিযানের পাশাপাশি তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বাঁকুড়া স্টেশন ম্যানেজারের কাছে গণ–ডেপুটেশন দিল মুটিয়া শ্রমিক ও টোটো চালকেরা

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : বাঁকুড়া গুডস শেডে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, গুডস শেডে নির্মিত মুটিয়াদের বিশ্রাম শেড ও শৌচাগারকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার দাবিকে সামনে রেখে এবং টোটো চালকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া আড়াই গুণেরও বেশি পার্কিং ফি প্রত্যাহার ও তাদের ওপর আরপিএফ–এর জুলুমবাজী বন্ধের দাবিতে দক্ষিণ পূর্ব রেলের বাঁকুড়ার স্টেশন ম্যানেজারের কাছে এক গণ–ডেপুটেশনে সামিল হলেন মুটিয়া শ্রমিক ও টোটো চালকেরা। রেলওয়ে গুডস শেড থেকে মিছিল করে রেল স্টেশন চত্বর পর্যন্ত মিছিলে শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট দাবিগুলির পাশাপাশি উত্থাপিত হল।

ডেপুটেশন দিতে যাওয়ার আগে মিছিলে অংশগ্রহণকারী ও রেল যাত্রীদের কাছে দাবিগুলি ব্যাখা করে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ নেতা প্রতীপ মুখার্জী। এছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানান, কৃষক নেতা ষড়ানন পাণ্ডে। এই ডেপুটেশনের কর্মসূচীতে নেতৃত্ব প্রদান করেন প্রতীপ মুখার্জী, উজ্জ্বল সরকার, ভৃগুরাম কর্মকার, অশোক ব্যানার্জী, দেবু রায়(সিআইটিইউ), ভাস্কর সিংহ(এআইটিইউসি), সুনীল পাত্র(ইউটিইউসি), তপন দাস, সোহরাব মণ্ডল, ছোটু দালাল(মুটিয়া মজদুর ইউনিয়ন) প্রমুখ। এক সৌহ্যার্দপূর্ণ আলোচনায় বাঁকুড়ার স্টেশন ম্যানেজার অনিরুদ্ধ দে মুটিয়া শ্রমিক ও টোটো চালকদের স্থানীয় সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের এবং জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েকে দেওয়া স্মারকলিপিটি দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন। জেলার রেল সংক্রান্ত দাবিপত্রে জেলার কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ, এআইটিইউসি, আইএনটিইউসি, এআইসিসিসিটিইউ, ইউটিইউসি ও টিইউসিসির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত দাবিগুলি উত্থাপন করা হয়।

১। পুরুলিয়া থেকে হাওড়া ভায়া মশাগ্রাম সেকসনে নতুন একাধিক ট্রেন চালু করতে হবে। নতুন ট্রেন চালু না হওয়া পর্যন্ত বাঁকুড়া–মশাগ্রাম সেকসনে চলাচলকারী একটি বা দুটি ট্রেনের যাত্রপথ হাওড়া পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে হবে। ২। যত খুশী লেট করে চলা বা যখন তখন ট্রেন বাতিল করা বন্ধ করে টাইম টেবিল অনুসরণ করেই প্রতিটি ট্রেন চালাতে হবে। ৩। পুরুলিয়া এক্সপ্রেস সময় মতো চালানোর স্বার্থে শুধুমাত্র পুরুলিয়া এক্সপ্রেসের জন্য একটি স্বতন্ত্র রেকের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪। রেলওয়ে গুডস সেড–সহ বাঁকুড়া রেল স্টেশনের সমস্ত রিনোভেশন ও সৌন্দর্যায়নের কাজ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ করতে হবে। ১নং প্ল্যাটফর্মে এসকেলেটার বসানোর কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে এবং

তিনটি জায়গাতেই লিফ্ট বসানোর কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। ৫। বাঁকুড়ার ময়রাবাঁধ ও শ্যামদাসপুরে থমকে থাকা আন্ডারপাশের কাজ অবিলম্বে শুরু করে তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। আন্ডারপাশ নির্মাণে বাঁকুড়া স্টেশন মোড়ের রেল ফটকে উচ্ছেদ হওয়া গরীব বস্তীবাসী পরিবারগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ৬। স্টেশনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের শৌচাগারগুলি নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে। ৭। বন্ধ হয়ে থাকা ছাতনা–মুকুটমণিপুর রেলপথ নির্মাণের কাজ অবিলম্বে চালু করতে হবে। ৮। সমস্ত জটিলতা দূর করে বিষ্ণুপুর–আরামবাগ সংযোগকারী নির্মীয়মাণ রেলপথের কাজের ময়নাপুর–গোঘাট অংশে রেললাইন বসানোর কাজ দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে। বেলিয়াতোড় থেকে দুর্গাপুর এবং দুর্লভপুর থেকে বাঁকুড়া রেল সংযোগ গড়ে তোলার ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৯। অবিলম্বে লকডাউনের সময় থেকে বন্ধ থাকা রাজ্য রাণী এক্সপ্রেস চালু করতে হবে। ১০। স্টেশন চত্বরে ট্যাক্সি, টোটো, ম্যাক্সি ও রিকশা স্ট্যান্ড সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে, চালকদের ওপর যে কোন হয়রানি বন্ধ করতে হবে। ১১। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে রেলের জমি থেকে কোন হকার উচ্ছেদ করা চলবে না। ১২। লকডাউনের সময় লোকাল ট্রেনগুলির যাত্রাপথের সময়সীমা একই রেখে, তার ওপর এক্সপ্রেসের তকমা লাগিয়ে যাত্রীদের ওপর যে এক্সপ্রেসের ভাড়া লাগু করা হয়েছে, অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করতে হবে এবং ওই ট্রেনগুলির লোকাল ট্রেনের মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়ে যাত্রীদের ওপর লোকাল ট্রেনের ভাড়াই কার্যকরী করতে হবে। ১৩। প্রবীণ নাগরিক, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী, খেলোয়াড়, সাংবাদিক ও ছাত্রছাত্রীদের কনশেসন–সহ সমস্ত কনশেসন পুনরায় চালু করতে হবে। ১৪। রেলের যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব আরোপ করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ১৫। রেলের সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। ১৬। রেল বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে গ্রহণ করা সমস্ত পদক্ষেপ প্রত্যাহার করতে হবে।

ইত্যাদি দাবিগুলি নিয়ে বাঁকুড়ার স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারকেও কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হল এক পৃথক স্মারকলিপি।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ২০ জুন – ২৬ জুন, ২০২৬

দেশভাগের সব সত্য সামনে আসুক

পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে সাম্প্রতিককালে নানা বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে। মমতা সরকার বাংলার নববর্ষকে রাজ্য দিবস হিসাবে চালু করেছিল। এমনকী রবি ঠাকুরের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটিকে রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে বিদ্যালয়গুলিতে গাওয়া বাধ্যতামূলক করেছিল। সময় পালটে গেছে। পদ্মফুলের দাপটে ঘাসফুল শিবির অন্তর্কলহ দীর্ণ। প্রতিশ্রুতি মত পশ্চিমবঙ্গ গঠনের সিদ্ধান্তের দিন ১৯৪৭ সালের ২০ জুনকেই পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিনের মর্যাদা দিয়েছে রাজ্য সরকার। পূর্বের রাজ্যসঙ্গীত–এর বদলে 'বন্দেমাতরম্' বিদ্যালয়ে বাধ্যাতামূলক করা হয়েছে। দেশভাগের অনিবার্যতার কারণেই যেদিন হিন্দু হোমল্যাণ্ডের দাবিতে ড. শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে ১৯৪৭ এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তারকেশ্বরে বিশাল হিন্দুমহাসভার সম্মেলন চলেছিল। ব্রিটিশের পরিকল্পনা মতই ওই সাতচল্লিশেই ৩ জুন মাউন্ট ব্যাটেন ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত নেয়। বঙ্গীয় আইন সভায় অমুসলিম সদস্যদের ভোটাভুটিতে ৫৮/২১ ভোটে সেদিন পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ছাড়পত্র মিলে ছিল। পাকিস্তানকে ভেঙে দেবার এই সার্থক পরিকল্পনায় শ্যামাপ্রসাদ সঙ্গে পেয়েছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মত বাংলার প্রতিভাবান সন্তানদের।

শ্যামাপ্রসাদকে বাংলা ভাগের চক্রান্তকারী হিসাবে চিহ্নিত করার দীর্ঘদিন রাজনৈতিক মিথ্যাচার পশ্চিমবঙ্গে চলেছে। জ্যোতি বসু, রতনলাল প্রধানের মত বামমার্গীরাও যে পাকিস্তানের হাত থেকে বাঁচাতে বঙ্গ বিভাজনকে সমর্থন করেছিলেন যে সত্য উহ্য থাকে। পশ্চিমবঙ্গ দিবসে দেশভাগের নেপথ্য কারণ নিয়ে চর্চা হওয়া জরুরী।

হিন্দু–মুসলিম–শিখ–ইশাহি, বৌদ্ধ, জনজাতি, উপজাতি সবাইকে সঙ্গে নিয়েই নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত অভিযান করেছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশ ও বিদেশের ঐতিহাসিক গবেষকরা স্বীকার করেছিলেন আজাদ হিন্দের শেষ অভিঘাতেই ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নেহেরুর কংগ্রেস ও জিন্নার মুসলীম লীগ এবং মাউন্ট ব্যাটেনের কৌশলী ঘৃণ্য চক্রান্তে অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করা হয়েছিল। আজাদ হিন্দের তিন সেনা প্রধানের লালকেল্লায় বিচারকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই সার্বিক সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে কীভাবে কৌশলে কয়েক মাসের মধ্যে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং', 'নোয়াখালি গণহত্যা'–র মত ঘটনায় রূপান্তরিত করা হল সে নিয়ে অবশ্যই গবেষণা এবং চর্চার প্রয়োজন আছে।

আলোকপাত

মুখপাত্রের মুখই কাল হল তৃণমূলের

প্রণব গুহ

মহাপতনের পথে / ৪

এর আগে শব্দ ব্রহ্মর কথা বলেছিলাম। তৃণমূল কংগ্রেস দলের এই শব্দভাষ্যর মূল কুশীলবরা ছিলেন তার মুখপাত্ররা। প্রত্যেকদিন বাংলা টিভি চ্যানেলগুলোতে এরাই দলের বক্তব্য তুলে ধরতেন, তর্ক করতেন নাগরিক সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে, তুলোধনা করতেন সমালোচকদের। এদের বক্তব্যেই টের পাওয়া যেত ঔদ্ধত্য কতটা গ্রাস করেছে তৃণমূলের দলের নেতৃত্বকে। কথায় কথায় এরা বাংলার অপরাধ ঢাকতে চলে যেতেন ভিন রাজ্যের উপমায়। দলের পচন চাপা দিয়ে দিতেন বিপুল জনসমর্থনের চাদরে। পার্ক স্ট্রিট থেকে কামদুনি–সন্দেশখালি থেকে আরজিকর, কোনো ঘটনাতেই এই সব দলদাস মুখপাত্রদের বিবেক কাঁদাতে পারেনি বাংলার মেয়েরা। সারদা, রোজ ভ্যালি, রেশন, শিক্ষক নিয়োগ, পুর নিয়োগ, কোনো দুর্নীতিতেই এরা দলের নেতৃত্বের গাফিলতি দেখতে পাননি। কখনও এইসব মহান মুখপত্রের মনে প্রশ্ন জাগেনি, মানুষ তাদের বক্তব্য কিভাবে গ্রহণ করছে। বরং নিজেদের ফেস ভ্যালু বাড়িয়ে তার ফায়দা তুলেছেন ঘরে বাইরে।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর এদের অনেকের বিবেক জাগ্রত হয়েছে। দলের মুখপাত্রের পদ পরিত্যাগ করে কেউ কেউ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্পর্কে বিষোদ্গার করছেন। প্রকাশ্যে বলছেন, এতদিন নাকি অন্যায়–অপরাধ হচ্ছে বুঝতে পারলেও দলের নির্দেশে সত্যটা বলতে পারেন নি। মানুষের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।' আবার যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিতেই হয় দলের চাপেই এদের অন্যায়কে সইতে হয়েছে মুখ বুজে তাহলে তো এদের জন্য রয়েছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ

যিনি বলে গিয়েছেন, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।' তবে কি তৃণমূল দলের এই মুখপত্ররা বিবেকানন্দ–রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি নয়! তাহলে বাংলায় এরা কারা?

না না, বাংলায় এরা বিরল নয়। বাংলায় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের প্যানেল বিতর্কের কল্যানে এমন ট্যালেন্টেড মুখপাত্রের এখন ছড়াছড়ি। এরা নিজেদের বিবেক বেচে শকুনি মামার চরিত্রে অভিনয় করতে দারুন দক্ষ। শুধু চাটুকারিতার দ্বারা একটা দলের বা ব্যক্তির সর্বনাশ করতে এদের জুড়ি মেলা ভার। তৃণমূল দলের হয়ে, মমতা–অভিষেকের হয়ে এরা যত বলেছে মানুষ শাসকের থেকে তত সরে গিয়েছে। অভয়ার ধর্ষণ ও মৃত্যুর পর সারা পৃথিবীর মানুষ যখন বিচারের দাবীতে এককাট্টা তখন এরা মমতা সরকারকে নির্দোষ প্রমাণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কারণ মমতার দয়ায় ধন–দৌলত, নাম–ধাম কামিয়েছে এরা। আজ যখন জনতার রোষ তৃণমূলের নেতা নেত্রীদের উপর উপচে পড়ছে, মমতার যখন আর কিছু দেবার নেই তখন তারা নানা অজুহাতে সরে পড়ার চেষ্টা করছে। তবে এরা শেষ হয়ে যায়নি, অন্য একদল এদের শূন্যতা পূরণ করতে চলে এসেছে। কারণ সম্ভবত একটাই, দলটার যতটুকু অবশিষ্ট আছে সেটাকেও শেষ করে দেওয়া। তৃণমূল দলটা যত সংকুচিত হচ্ছে এরা তত বেশি চেঁচাচ্ছে। এরা যত বলছে দলটা তত একা হয়ে পড়ছে।

সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রদের কাছে তৃণমূলের মুখপাত্ররা রাজনৈতিক গবেষণার এক একটা চ্যাপ্টার। এদের কাছ থেকে শিখতে হবে কি করে বন্ধু হয়ে দলকে পিছন থেকে ছুরি মারতে হয়। কিভাবে বিবেক বিসর্জন দিয়ে মানুষের আবেগকে উপেক্ষা করে মন না চাইলেও দলের কথা বলতে হয়। তবে এটাও ঠিক তৃণমূলের মত আদর্শহীন দলের মুখপাত্ররা যে আদর্শহীন হবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এতদিন মুখোশের আড়ালে থাকা মুখগুলো তৃণমূলের কতটা ক্ষতি করেছে তা গত ১ মাসের তৃণমূলকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যারা নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে জিতেছে তারাই দল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এর চেয়ে তৃণমূলের যারা হেরেছেন তারাই ভাগ্যবান, জয়ী হয়ে অন্তত জটিলতার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে না। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের গবেষকদের কাছে এ এক নতুন চর্চার বিষয়।

দেশ দেশান্তরে

ইইউভি চিপের যন্ত্র বিক্রির অভিযোগ অস্বীকার

ঋজু দাস : চিপ নির্মাণ সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী এএসএমএল ১৯ জুন জানিয়েছে, তারা কখনও চীনে একটি 'এক্সট্রিম আল্ট্রাভায়োলেট লিথোগ্রাফি' মেশিন পাঠায়নি। এর আগে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন, কোম্পানির অত্যাধুনিক ইইউভি যন্ত্রগুলোর একটি হয়তো চীনে পৌঁছে গেছে।

এএসএমএল জানায়, 'এএসএমএল কখনও চীনে কোনো ইইউভি মেশিন পাঠায়নি। এছাড়া ইইউভি মেশিনে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কোনো যন্ত্রাংশ, মডিউল বা সরঞ্জামও চীনে সরবরাহ করা হয়নি।' এর আগে একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে এএসএমএল–এর ইইউভি লিথোগ্রাফি মেশিন চীনে পৌঁছে থাকতে পারে, যা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার লঙ্ঘন হতে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, লুটনিক একাধিক বৈঠকে এএসএমএল–এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে এই উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন।

এএসএমএল অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করে জানায়, তারা সবসময় রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলেছে এবং নতুন নিয়ম কার্যকর হলে ব্যবসায়িক কার্যক্রম সেই অনুযায়ী সমন্বয় করেছে। এএসএমএল–এর সবচেয়ে উন্নত ইইউভি সিস্টেমগুলো প্রায় একটি স্কুলবাসের সমান বড় এবং এর ওজন প্রায় ১৮০ টন।

নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন সরঞ্জাম রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশটি ইউরোপীয় ডুয়াল–ইউজ রেগুলেশন ও জাতীয় নিয়ম অনুযায়ী কঠোর নিয়ন্ত্রণ অনুসরণ করে। যেসব সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ বা প্রযুক্তি এসব নিয়মের আওতায় পড়ে, সেগুলোর জন্য লাইসেন্স বাধ্যতামূলক এবং এই নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়।

অন্যদিকে, গত এপ্রিলে ওয়াশিংটন একটি আইন প্রস্তাব করে যাতে মার্কিন মিত্র দেশগুলোকে চীনের উন্নত সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন সক্ষমতা সীমিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে বলা হয়। সেই প্রস্তাবে এএসএমএল–এর সরঞ্জামেরও উল্লেখ ছিল।

গত ডিসেম্বরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছিল, চীনা বিজ্ঞানীরা এএসএমএল–এর সাবেক প্রকৌশলীদের সহায়তায় একটি ইইউভি মেশিনের প্রোটোটাইপ তৈরি করেছেন। এই প্রকল্পকে অনেকেই চীনের নিজস্ব 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অভিষেকের চক্রব্যূহে মমতা আজ নিঃসঙ্গ বাঘবন্দি

সুবীর পাল

কেউ ঠেকে শেখে কেউ দেখে শেখে। কিন্তু পিসির তৃণমূল যে রয়েছে ভাইপোর তৃণমূলেই।

বরং আরও স্পষ্ট করে বলা ভালো মমতা মজে রয়েছেন ভাইপোতেই। অর্থাৎ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে গেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একতরফা ধৃতরাষ্ট্র কপিবুকেই। এ যেন মহাভারতের সেই চিরন্তনী দৃষ্টান্তের অদ্ভুতুরে চরিত্র ধৃতরাষ্ট্রের অধুনা সংস্করণ। রাজধর্মের আঁতুড়ঘরে অন্ধ পুত্র স্নেহের নির্লজ্জ উপাচারে। ঘাসফুলের সবুজ কার্পেটেও সেই যেন এক অন্ধ ভাতিজা (?) স্নেহের গোঁয়ার পদধ্বনি। দুই হাজারী ছাব্বিশের এআই যুগেও রাজ্য রাজনীতির দুয়ারে তাই হয়তো নাগাড়ে বেসুরো হয়েছে, ওকি সূর্য নাকি স্বপনের চিতা, ওকি পাখির কূজন নাকি হাহাকার, এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার। অনেক সমালোচক তো আরও এক ধাপ এগিয়ে দাবি করেছেন, বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসের ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। সৌজন্যে টিএমসি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্বয়ং। আর? সঙ্গে যাবে কে? সঙ্গে যাবে অবাধ্য ভাইপো কোমর বেঁধেছে।

এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালে চাঁচাছোলা মন্তব্য করেছেন রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, নেত্রী সবাইকে চুরি করতে শিখিয়েছেন। এখন তার ফল ভোগ করতে হবে। ছোটবেলায় একটা গল্প পড়েছিলাম। রাখাল স্কুলে সবার খাতা, বই, পেনসিল চুরি করত। যেদিন ধরা পড়ল সেদিন মাসির কানে কথা বলার বাহানায় মাসির কান কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছিল। বলল মাসি তুমিই আমাকে চুরি করতে শিখিয়েছ। এই মাসির কান কাটা এখনও বাকি আছে। টেরোরিস্ট সংগঠন তৃণমূল, পাবলিক পালিশ করে দেবে।'

আসলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণিত বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের থেকে দিলীপবাবু উদ্ধৃতি দিয়ে ছিলেন প্রকারান্তরে। আর বিশিষ্ট আইনজীবী তথা বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি এই উদাহরণ টেনে সরাসরি বিদ্ধ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ইদানিং কালে ভুবনের মাসি আর ভাইপোর পিসি শীর্ষক পোস্ট করেছেন। তাতে লেখা রয়েছে, সেই মাসি ভুবনের মুখের কাছে কান নিয়ে আসতেই, ভুবন মাসির সেই কান কামড়ে কেটে নেয়। পরের কথাটুকু বর্ণপরিচয় থেকেই। পরে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, মাসি! তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার হইল। ভুবনের জায়গায় ভাইপো এবং মাসির জায়গায় পিসি আপনারা ভেবে নিতেই পারেন।

এই অবসরে একটু ইতিহাস ঘেঁটে নেওয়া যাক। সত্তরের দশকে ছাত্র রাজনীতিতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর নেক নজরে চলে আসেন অচিরেই। এরপর তিনি ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যদিও পূর্বে কলকাতার যোগমায়া দেবী কলেজে পড়ার সময় তিনি ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হন ছাত্র পরিষদের শরিক হয়ে।

১৯৮৪ সাল। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে ইন্দ্রপতন ঘটে যায়। নির্বাচনে ধরাশায়ী হোন সিপিএমের প্রবাদপ্রতিম নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। সেই সময় সর্বকনিষ্ঠ সাংসদ হিসেবে জয়লাভ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারের পাদপ্রদীপে চলে আসেন। যদিও এই জয়ের পিছনে তাঁর যত না কৃতিত্ব ছিল তার থেকে বিজয়ের অনুঘটক হিসেবে সহস্রগুণ আবেগ ভোটদাতারা তখন উজাড় করে দিয়েছিলেন খুন হয়ে যাওয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি। তারই ভোট ডিভিডেন্ড পেয়ে যান তিনি।

এরপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলেন প্রচারের আলোকে ব্যবহার করার সাপলুডো কৌশল। ধীরে ধীরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর স্নেহধন্যা হয়ে ওঠেন। সুতরাং দিল্লি লবিতে নিজস্ব পরিচিতি ঝালিয়ে নেওয়া এই সুযোগে। পরবর্তীতে অপর কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাওয়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন, যুব ও ক্রীড়া এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কথায় আছে, কাজের সময় কাজী কাজ ফুরালেই পাজী। সময় গড়াতেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভর কেন্দ্রে হয়ে যায় বিজেপি ইন কংগ্রেস আউট। ব্যাস তিনিও সুড়ুৎ করে ভিড়ে যান ভাজপা কোটারিতে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বে ১৯৯৯ সালে প্রথমবারের মতো রেলমন্ত্রক পান। ২০০৪ সালে কয়লা ও খনি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর? তারপর আর কি! পুনরায় সুবিধাবাদের অনুসরণীয় পথে বিজেপির সঙ্গে আপাতত ডিভোর্স করে কংগ্রেসে ঘর ওয়াপসি বং ফায়ার ব্র্যান্ড লেডির। এবার তাঁর দীক্ষা গুরু হলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। ২০০৯ সালে তিনি রেলমন্ত্রী পদে আবার আসীন হোন। মধ্যিখানেও তো পুনরায় পাল্টি খেয়ে ১৯৯৭ সালে কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে তিনি দল ত্যাগ করেন। এবং ১লা জানুয়ারি ১৯৯৮ সালে নিজস্ব রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন।

এরপর তিনি রাজ্য রাজনীতিতে বিরোধী নেত্রী হিসেবে একচ্ছত্র আইকন হয়ে ওঠেন ক্রমেই। তাঁর রাজনৈতিক যাত্রাপথের মুকুটে শোভিত হলো নতুন পালক। জনমানসে বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী একমাত্র আস্থার জননেত্রী হিসেবে। সিঙ্গুর কারখানা বিরোধী আন্দোলন ও নন্দীগ্রাম জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধ রাজনীতিকে সম্বল করে। প্রত্যাশিত ভাবেই ২০১১ সালে চৌত্রিশ বছরের সিপিএম ডোমিনেটেড রাজ্য সরকারকে উপড়ে ফেলেন একান্ত নিজস্ব ক্যারিশমায়। বিজেপি ও কংগ্রেসের সহায়তাকে পুঁজি করে।

সেই বছরের ২০ মে। সেদিনের কলকাতার রাজপথ যেন থিকথিক করছিল উদ্বেলিত জনসমাগমে বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে। তাঁকে ঘিরে রাজ্য গণদেবতার সম্মিলিত মহামানবের সাগরতীর আচমকা হয়ে উঠেছিল তিলোত্তমা মহাগনরী। সবাই তাঁকে একবাক্যে মেনেছিলেন সততার প্রতীক মর্যাদায়। অবশেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের অষ্টম মুখ্যমন্ত্রী।

অথচ রাজ্যবাসীর একাংশ আজকাল মনে করেন, সেদিনের সততার প্রতীক গত পনেরো বছর যাবৎ ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন এখনকার চোরেদের রানি। ফলে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে ভোটদাতারা তাঁকে প্রত্যাখান করেন চরম ঘৃণায়। জনতার রায় দানে তিনি চিহ্নিত হয়ে যান বাংলার সর্বকালের সবচাইতে কলঙ্কিত ও ব্যর্থ প্রশাসক রূপে। ততক্ষণে তাঁর সাদা শাড়িতে লেপ্টে যায় কামদুনি কাণ্ড, পার্ক স্ট্রিট কাণ্ড, আরজিকর কাণ্ডের কালো দাগ।

এর উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো শিক্ষক নিয়োগে নজীরবিহীন আর্থিক দুর্নীতি সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাচারী তোলাবাজি বঙ্গদেশের মাথা হেঁট হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই। তার উপর সারদা কাণ্ডের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তো এই সরকারের অন্যতম শিরঃপীড়ার কারণ। রাজ্য সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ্য ভাতা থেকে ইচ্ছে করে বঞ্চিত করা, প্রায় প্রতিদিনের আদালতের গলা ধাক্কা খাওয়া প্রশাসনের অপদার্থতা, শিল্পে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা, বোমা শিল্পকে খোলা ছাড় দেওয়া, কয়লা, বালি, গরু পাচার সহ রেশন দুর্নীতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে ক্রমেই বাংলার আমজনতা দূরত্ব সৃষ্টি করে নেয় চুড়ান্ত গণ অনীহায়। এরসঙ্গে উনার রাজত্ব কালে চরম ভাবে লালিত হয়েছে হিন্দু ও মুসলিম বিভেদের বিষ।

রাজ্যসভা থেকে সদ্য পদত্যাগী তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় সঙ্গত কারণেই বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রথম দুর্নীতিতে জড়িয়ে যায় ডেলোর বিতর্কিত বৈঠকে। ২০১২ সালের ২ মার্চ মধ্যরাতে অতি গোপনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করেন চিটফান্ড সারদার কর্ণধার সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিঙের রিচমন্ড হিল থেকে রওনা দিয়ে কালিম্পঙের ডেলোয় পৌঁছেছিলেন আগের দিন বিকেলে। এরপর থেকে বেনিময় হয়ে উঠেছিল উনার নিত্যসঙ্গী।'

চলতি বছরের ভোটেই শুধু পরাজয় নয়। তাঁর তৃণমূল দলটা যেন ধূমকেতুর গতিতে ভেঙ্গেই চলেছে অবিরাম। পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিষদীয় দল তাঁর হাতছাড়া। ঘাসফুলের সংসদীয় দলের বৃহত্তর ব্লকের পরিস্থিতিও বর্তমানে তথৈবচ। রাজ্যসভাতেও সভ্যসভ্যার মধ্যে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে চূড়ান্ত অবাধ্যতায়। পঞ্চায়েত থেকে কর্পোরেশন, সব জায়গায় কর্মকর্তাদের মধ্যে গণ ইস্তফার হিরিক পড়ে গেছে এক লহমায়। এ যেন সেই হারাধনের দশটি ছেলে... রইলো না আর কেউ সম তৃণমূলী সংস্করণ ঘটেই চলেছে দুর্বার গতিতে। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই ফেলেন এমন পরিস্থিতিতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের আজকের সংগঠন হলো সঙ আছে গঠন নেই। আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেতা হিসেবে কোনও ভাবেই মানতে নারাজ।'

এমনই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের সমস্ত শাখা কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে পার্টিকে সাজিয়ে তুললেন। নানা পদাধিকারী প্লাস মাইনাস করে। তবু একটাই কমন ফ্যাক্টর থেকে গেল পুরোনো ও নতুন কমিটির মধ্যে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলগত অবস্থান। সেই এক পদমর্যাদা। দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। আর এখানেই তৃণমূল দলের মধ্যে বিদ্রোহের দাবানল ক্রমশঃ প্রসারিত হয়েছে সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ পার্টি তন্ত্রের গোলকধাঁধার ঘূর্ণিঝড়ে। পরিস্থিতি যা তাতে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্বটাই অনেকটা শুধুমাত্র বিপন্ন সাইনবোর্ডের আকার ধারণ করেছে। দলের নিরঙ্কুশ রাশের ব্যাটনটাও আইনগত নিরিখে যে কোনও সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে ছিটকে যেতে পারে বলে বাংলা জুড়ে এমনই পলিটিক্যাল গসিপ চলছে একেবারে উচ্চ গ্রামে।

২০১২ সালের জুলাই মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের যুব সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ২০১৪ সালে মুখ্যমন্ত্রীর ইমেজকে কাজে লাগিয়ে তিনি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, তখন থেকেই অভিষেকবাবু ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেন। আই প্যাক নামক এক ভোট কুশলী সংস্থাকে সামনে রেখে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা তাঁর বিরুদ্ধে নানাবিধ বেনিয়মের মামলা ঠুকে দেয়। দলের দুর্দিনে নেতাকর্মীদের একে একে কোনঠাসা করতে শুরু করেন। বিরোধী রাজনীতি করতে গিয়ে নূন্যতম সৌজন্যতা দেখাতেও তিনি শিষ্টাচার হারিয়ে ফেলতেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে। সমালোচকেরা এই বলে গলা চড়াতেন যে, তিনি ছিলেন আদতে জনবিচ্ছিন্ন পুলিশি ঘেরাটোপে থাকা এক হেলিকপ্টার চড়া পলিটিক্যাল আনকোড়া বালক। যিনি নাকি আবার আপাদমস্তক তোলাবাজও!

এখানেই কোটি টাকার প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্য জুড়ে। তৃণমূল অন্দরমহলের সর্বস্তরে যেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হটাও অভিযানে সমস্বরের বুলডোজার কণ্ঠ প্রতিদিন হিমালয় সম উচ্চতায় বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে, সেখানে পিসি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন দলের মধ্যে একা প্রোটেকশন দিয়েই চলেছেন এখনও আপন ভাইপোকে? এর ইক্যুয়েশনের মধ্যে কি স্বার্থ নিহিত রয়েছে দলনেত্রীর? এসব নিয়ে পাবলিক ঠেকের বাজারে তো কম হৈচৈ বাঁধেনি। তৃণমূল দলেরই এক প্রাক্তন বিধায়কের লেখা একটা চটি বই তো একাধিক বিতর্কিত মুখোরোচক সমালোচনায় কাঠগড়ায় তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সোস্যাল মিডিয়ায় কেউ কেউ তো আবার ডিএনএ পরীক্ষার দাবিতে ট্রোল হতে শুরু করেছেন ইদানিং।

অথচ সম্পূর্ণ নীরব পিসি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যখনই নিজের বিরুদ্ধে কোনও গোলমেলে ইস্যু মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তিনি তখন শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিরুত্তর থেকেই যান বরাবর। এটাই তাঁর চিরকালের আপন পেটেন্টের স্ট্র্যাটেজি। এখনও কিন্তু এই মুখ–বন্ধ কৌশলের বিচ্যুতি ঘটাননি। উল্টে দিন কয়েক আগেও তিনি দলের বর্ষীয়ান নেতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটুর বয়সী ভাইপোকে অভিবাদন জানান। হায়রে পিসি কাম দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনৈতিক হরেকরকম্বা রাজনীতি?

ভাইপোর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় বেনিয়মের অভিযোগের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকে ক্রমাগত আপোষ করার সুবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই কখন যে অভিমন্যুর চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েছেন তা হয়তো নিজেও ঠাহর করতে পারেননি। বাঘবন্দির নেচার'স রিভেঞ্জ খেলায় সততই আজ যে সততার প্রতীক (?) নিঃসঙ্গ। গারদের চোরাবালিতে ভাইপোও যে বর্তমানে একক বিজ্ঞাপনের ঝুঁকে যাওয়া হোর্ডিং মাত্র। কিইবা করার আছে আর তাঁদের! নেই সেই মাস্তানির রাজ্যপাট। না রয়েছে চমকানির চাকর বাকর পুলিশ সহ প্রশাসন। অগত্যা দিল্লি চলো ফুফু ভাতিজা। কখনও ইন্ডির সভায় নিজেদের পিন্ডি কাহন শোনাতে। আবার কখনও বা কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী কাছে দরবার করে কাঁচুমাচু মুখে অস্তিত্ব ভিক্ষার দয়া চাইতে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ স্বরের একটি গান, ক্ষণিকের মালা খানি, তবে কেন দিয়েছিলে আনি, কেন হয়েছিল শুরু, হবে যদি অবসান।'

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

বশিষ্ঠ বললেন, হে রাঘব। সাংসারিক ব্যবহারে অতীত বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা ক'রে উপস্থিত কর্মে উদ্যোগী হওয়াই তত্ত্বজ্ঞগণের স্বভাব। অপ্রাপ্ত বিষয়ে উদাসীন, অনাসক্ত চিত্তে স্বয়ম–আগত বিষয়ের ব্যবহার হল পণ্ডিতের লক্ষণ। কামনা–শত্রু অতি গোপনে তোমাকে অনুসরণ ক'রছে, তুমি সতর্কচিত্তে তাকে বিতাড়িত কর। তাহলেই মোহফাঁদে তুমি আবদ্ধ হবে না।

দৃশ্যমান জগতে যিনি মোহিত হন না, অসত্যকে ত্যাগ ক'রে যিনি পরমার্থে একাগ্রমনা হয়েছেন, তিনিই প্রকৃত বোধসম্পন্ন, অবিদ্যা তাঁকে মোহিত করে না। সুতরাং ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকল বিষয়ে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান উপলব্ধি ক'রে তুমি সমদর্শী ও সাম্যময় হয়ে অবস্থান কর। তুমি ব্যবহারপরায়ণ হয়েও বিষয়ে অসঙ্গ ও উদাসীন থেকে আকাশের মত নির্মল, নির্বিকার ও শান্ত হয়ে বিরাজমান হও। তত্ত্বজ্ঞ মহাজনেরা জাগতিক বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না, আবার উপস্থিত বিষয়কে ত্যাগও করেন না। তুমি সেই মহাজনদের আচরণ শ্রদ্ধার সাথে অনুসরণ ক'রে শীতলহৃদয় হও। বাল্মীকি বললেন, ঋষি বশিষ্ঠের উপদেশ শ্রবণে রাম ত্রিতাপ হতে নিরাময়ে যেন উদিত পূর্ণচন্দ্রের মত স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বলদর্শন হলেন। শান্ত রাম বললেন, হে ভগবন্! আপনার উপদেশে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। আপনি আমায় রাজস–সাত্ত্বিক জন্মের প্রসঙ্গে যে পদ্মযোনি ব্রহ্মার উল্লেখ করেছিলেন, সেই বিষয়ে আবার সবিস্তারে উপদেশ করুন। বশিষ্ঠ বললেন, হে রাঘব! পূর্বে কল্পের পর কল্পান্তরে বহু বহু ব্রহ্মা, বহু বিষ্ণু, বহু শঙ্কর এবং শত সহস্র ইন্দ্র উদিত ও অপগত হয়েছেন, বর্তমানেও শত শত ব্রহ্মাণ্ডে বহু সংখ্যক ব্রহ্মা–বিষ্ণু–শঙ্করাদি রয়েছেন। ভবিষ্যতেও এই ধারায় প্রজাপালক দেবসমূহ বিরাজমান থাকবেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড পদ্মযোনি ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন, কোনটি বিষ্ণু–সৃষ্ট, কোনটি আবার মহেশ্বর রচিত, মুনিগণও অনেক জগতের নির্মান করেছেন। কোন ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্য ত্রিনয়ন শঙ্কর, কোনটির সূর্য্য পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু, কোন ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্য ইন্দ্র। কোন ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা পদ্ম হতে উদ্ভূত হন, কোথাও তিনি জল হতে, কোথাও আবার তিনি আকাশ হতে উদ্ভূত হন। কোন ব্রহ্মাণ্ড মনুষ্যহীন, কোনটি শুধুই প্রস্তরাদিপূর্ণ, কোন ব্রহ্মাণ্ড নানা জীবে পরিপূর্ণ, কোনটি আবার শুধুই বৃক্ষময়। কোন ব্রহ্মাণ্ডের ভূমি তাম্রময়, কোনটির ভূমি স্বর্ণময়, কোন ব্রহ্মাণ্ড আলোয় উজ্জ্বল, কোনটি আবার অন্ধকারময়। সূর্যকিরণে দেখা অসংখ্য ভাসমান ত্রসরেণুর মত ব্রহ্মাকাশেও অসংখ্য জগৎ বিরাজমান আছে। এই অনাদি সৃষ্টি নিরন্তর উদিত ও বিলীন হয়ে চলেছে। ব্রহ্ম হতেই এই সমস্ত উদিত হয়ে ব্রহ্মেই বিলীন হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ব্রেকিং নিউজ: কাশীতে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের উচ্চতম শিবলিঙ্গ !

বারাণসীতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলেছে ১৩০ ফুট উঁচু বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিবলিঙ্গ। এর সাথে থাকবে একটি চমৎকার থিম পার্কও।

উত্তরের আঙিনায়

চুংথাং লাচেনের তারুম চু সংযোগ পুনরুদ্ধার

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ১৬ জুন চুংথাং-এর এসডিএম শ্রী অরুণ ছেত্রী, অঞ্চলটিতে সংযোগ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে, ৮৬ আরসিসি, জিআরইএফ কর্তৃক লাচেনের তারুম চু-তে চলমান সড়ক সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে, এসডিএম পুনরুদ্ধার কাজের অবস্থা পর্যালোচনা এবং মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা করতে জিআরইএফ-এর অফিসার কমান্ডিং ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

পুনরুদ্ধারের কাজ সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে। সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে জনসাধারণের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে এসডিএম প্রকল্পটি সময়মতো শেষ করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর কর্মকর্তাদের আশ্বাস কাজ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং পূর্বে প্রদত্ত আশ্বাস অনুযায়ী সংযোগ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

কার্শিয়াংয়-এর শিবিরে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ১৬ জুন শিলিগুড়ি বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান ডার্লিং এর সাংসদ রাজু বিস্তা ও ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ির নেতা নান্টু পাল সহ অন্যান্য পার্টির কর্মকর্তারা। এখান থেকে বের হয়ে তিনি সোজা কার সঙ্গে উদ্দেশ্যে রওনা দেন কার্শিয়াং-এর উদ্দেশ্যে। তাঁর যোগদান দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং-এর গোথালস স্কুল মাঠে জন কল্যাণ শিবিরে নতুন আশা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

টিএমসি-র অধীনে বিগত ১৫ বছর এবং সিপিআইএম-এর অধীনে ৩৪ বছর ধরে দুর্নীতির কারণে পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্স কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত ছিল। তহবিল আত্মসাৎ করা হতো এবং তার সামান্য অংশই জনগণের কাছে পৌঁছাত। তবে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের অধীনে চা বাগান এবং সিনকোনা বাগানসহ সব জায়গায় সমস্ত প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন এমপিএলএডি তহবিল থেকে কেনা অ্যাম্বুলেন্সটি কৃপা সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছেন, যে সংস্থাটি বিগত কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চলে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে আসছে।

বেদান্ত হেরিটেজে রক্তদান

সৃজিতা মালিক, সাতগাছিয়া : ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদান দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভার বিবিরহাটে বেদান্ত হেরিটেজ স্কুল আয়োজন করেছিল রক্তদান শিবিরের। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাতগাছিয়ার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর, বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্রাট চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব নস্কর প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে প্রায় ১০০ জন মানুষ রক্তদান করেন। বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর বলেন, রক্ত কোন কারখানায় তৈরি হয় না তাই মানুষের প্রাণ বাঁচাতে মানুষদেরই রক্তদান করা উচিত। বেদান্ত হেরিটেজ স্কুলের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অভিষেক সামন্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৪ জুন সকালে বিজেপির হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত মধ্য হাওড়া বিধানসভার ২ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য্য সহ জেলা ও মণ্ডল নেতৃবৃন্দ।

বাঁকুড়ায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহকে উপেক্ষা করে রক্তদান শিবির হল বাঁকুড়া বিধানসভার অন্তর্গত জুনবেদিয়া বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি লজে। এই শিবিরে প্রায় তিন শতাধিক পুরুষ মহিলা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া বিধানসভার বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা। পরে অনুষ্ঠানের রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত হন রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু এবং শালতোড়া বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা বাউরী। এই রক্তদান শিবিরের অন্যতম উদ্যোক্তা বাঁকুড়া-২ বিজেপি মণ্ডল যুব সভাপতি জয়ন্ত লায়েক জানান, ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকটের খবর পেয়ে হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীদের কথা ভেবে আমাদের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে এই রক্তদান শিবিরের অংশগ্রহণ করায় আমরা রক্তদান শিবির সফলভাবে করতে পেরেছি। আগামী দিনে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, এই ধরনের প্রচেষ্টা আমরা বারে বারে করব। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক এই রক্ত সংগ্রহ করে।

জনকল্যাণ শিবির: উদ্যোগ প্রশংসনীয়, বাস্তবায়নে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন

সুব্রত মণ্ডল , গুপ্তিপাড়া : রাজ্য সরকারের জনমুখী বিভিন্ন পরিষেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজিত জনকল্যাণ শিবিরগুলি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, আবেদন গ্রহণ এবং পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি বহু মানুষের উপকারে এসেছে। তবে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বলছে, কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কিছু পরিবর্তন আনা গেলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি যেমন কমবে, তেমনই সরকারি ব্যয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। বর্তমানে একটি বিধানসভা এলাকায় সাধারণত ২-৩টি শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে বহু মানুষকে দূরদুরান্ত থেকে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই শিবিরে পৌঁছে আবেদনকারীরা জানতে পারছেন যে নির্দিষ্ট পরিষেবার জন্য অনলাইন আবেদন বাধ্যতামূলক। তখন তাদের ফর্ম সংগ্রহ করে বাইরে থেকে অনলাইনে আবেদন করতে বলা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন সময় নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে আবেদনপত্র পূরণ, অনলাইন আপলোড ও নথিপত্রের জেরক্স করতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এই খরচ ১৫০-৩০০ টাকা বা তারও বেশি হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের পঞ্চায়েত, পৌরসভা এবং পুরনিগমগুলির যে বিদ্যমান প্রশাসনিক পরিকাঠামো রয়েছে, তা কি আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেত না? প্রতিটি পঞ্চায়েত, পৌরসভা বা ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকায় নির্দিষ্ট কাউন্টার খোলা হলে মানুষ নিজেদের এলাকাতেই আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারতেন। জমা পড়া আবেদনপত্রগুলি প্রকল্পভিত্তিকভাবে বাছাই করে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ভিআরপি, জিআরএস বা অন্যান্য প্রশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে অনলাইনে আপলোড করা সম্ভব। এতে আবেদনকারীদের অযথা যাতায়াত ও অতিরিক্ত খরচ এড়ানো যেত এবং পরিষেবা প্রদানের প্রক্রিয়াও আরও সহজ ও দ্রুত হত। এছাড়াও বৃহৎ শিবির আয়োজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী মোতায়েন, যানবাহন ব্যবহার, প্যান্ডেল নির্মাণ, বিদ্যুৎ, খাদ্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে উল্লেখযোগ্য সরকারি ব্যয় হয়। ওয়ার্ড বা গ্রামভিত্তিক বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় এই ব্যয়ের বড় অংশ সাশ্রয় করা সম্ভব। বিশেষ করে জ্বালানি তেলের ব্যবহার কমে সরকারি অর্থ সাশ্রয় সুফলও মিলতে পারে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রচার। স্থানীয় স্তরে ছোট ছোট শিবির হলে এলাকার অধিকাংশ মানুষ আগেভাগেই কর্মসূচির খবর জানতে পারতেন এবং অংশগ্রহণের সুযোগ পেতেন। ফলে সরকারি প্রকল্পের প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পরিষেবা পৌঁছানো আরও সহজ হত। প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য পূরণে বিকেন্দ্রীকরণ, প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার এবং স্থানীয় পরিকাঠামোর সদ্ব্যবহার আজ সময়ের দাবি। জনকল্যাণ শিবিরের মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে আরও ফলপ্রসূ ও জনবান্ধব করতে মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

জনস্বার্থে পরিকল্পনার পুনর্মূল্যায়ন এবং আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সরলীকরণই হতে পারে আগামীদিনের আরও কার্যকর জনপরিষেবা ব্যবস্থার চাবিকাঠি।

জনকল্যাণে মোদি সরকারের ১২ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলায় বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা কার্য্যালয়ে 'জনকল্যাণে মোদি সরকারের ১২ বছর' শীর্ষক একটি সাংবাদিক সম্মেলন হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আইপিএস ও বর্তমানের সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক দেবাশীষ ধর, সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর এবং ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ। সাংবাদিক সম্মেলনে দেবাশীষ ধর বলেন, গত ১২ বছরে মোদি সরকার 'সবকা সাত সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আউর সবকা প্রয়াস' মন্ত্রের মাধ্যমে সেবা সুশাসন এবং জনকল্যাণকে শাসনের মূল ভিত্তি করে তুলেছে। দেশে ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্য যোজনার মাধ্যমে করোনার মতো কঠিন সময়েও ৮১ কোটিরও বেশি দেশবাসীকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতবাসীকে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি সরকার গত ১২ বছরে সৌভাগ্য যোজনার অধীনে দেশের সমস্ত ঘরে ১০০% বিদ্যুতায়ন করেছে। নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে যে মোদি সরকারের ১২ বছর কেবল পরিকল্পনা এবং অর্জনের খতিয়ান নয়, বরং বিকশিত ভারতের সংকল্পকে বাস্তবায়িত করার একটি ঐতিহাসিক যাত্রা। আজ ভারত আত্মবিশ্বাসের সাথে বিকশিত রাষ্ট্র হয়ে ওঠার অভিমুখে এগিয়ে চলেছে।

সবুজায়নের বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ছাতনা ব্লকের নাংলা এলাকায় জল সংরক্ষণের আধার পুকুরের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর করা হল। এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির উদ্বোধন ও পুকুর হস্তান্তর করেন ছাতনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখার্জি। এদিন তার হাত ধরেই প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চয়ী যোজনা ২.০ ও জলবিভাজিকা উন্নয়ন উপাদান বিষয়ক একটি তথ্যবহুল বইয়ের প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলসম্পদ রক্ষার বার্তা তুলে ধরতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছাতনার বিডিও সৌরভ ধল্ল, এডিএ অলোক কুমার পাল, সমাজসেবী উত্তম ব্যানার্জি, ভগবান কর্মকার সহ কৃষি দপ্তর ও ব্লক প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও কর্মীরা।

ইছামতী সংস্কার সহ একগুচ্ছ কাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন শান্তনু

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের সবকটি বিধানসভায় শুরু হয়েছে জনকল্যাণ শিবির। এই শিবিরের মেয়াদ ১৫ জুন থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত থাকলেও সাধারণ মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আরও একদিন অর্থাৎ ১৮ জুন পর্যন্ত এই শিবিরের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রিয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বনগাঁয় এই জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শনে আসেন। এদিন তিনি সাংবাদিকদের একগুচ্ছ প্রশ্নের মুখোমুখি হন এবং নিজের মতামত জানান। এদিন তিনি বনগাঁ পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি ও অবৈধ নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। হকার উচ্ছেদ ইস্যু, জনকল্যাণ শিবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উন্নয়নের স্বার্থে পরিকল্পিত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পাশাপাশি হকারদের পুনর্বাসন বা বিকল্প ব্যবস্থাও রাজ্য সরকারের

দেখা দরকার এবং জনকল্যাণ শিবিরতো একটি জনমুখী প্রকল্প। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন ও পরিষেবাও পাচ্ছেন।

সীমান্ত সুরক্ষা প্রসঙ্গে শান্তনু বলেন, ইতিমধ্যেই জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে পাশাপাশি কাঁটাতার দেওয়ার কাজও চলছে। একই সঙ্গে ভারতমালা প্রকল্পের কাজে মুর্শিদাবাদ থেকে টাকি পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। এই সঙ্গে হবে বনগাঁ-বাগদা রেল লাইনের কাজ। বিষয়টি নিয়ে অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে। ইছামতী নদী প্রসঙ্গে তার বক্তব্য, খুব শীঘ্রই ইছামতীর সংস্কার করা হবে। বিশেষ করে ইছামতীর নাব্যতা বাড়ানো দরকার।

যশোর রোড সম্প্রসারণ নিয়ে বলেন, কলকাতা থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত যাতায়াতে যশোর রোড খুব গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী খুব শীঘ্র এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে রাজ্যে তো বর্তমান সরকারের বয়স মাত্র প্রায় মাসখানেক। তাই একটু সময় লাগছে। তবে বর্তমান রাজ্য সরকার খুব দ্রুতই সব সামাল দেবে, এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

২৮৬ তম বর্ষে গুপ্তিপাড়া রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ জুন গুপ্তিপাড়া বৃন্দাবন চন্দ্র জিউ মঠে অনুষ্ঠিত হল বাংলার ঐতিহ্য পূর্ণ প্রভু জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে প্রশাসনিক সমন্বয় সভা। উপস্থিত ছিলেন বলাগড়-এর বিডিও মহেশ্বেতা বিশ্বাস নায়েক, ওসি সোমদেব পাত্র, ডিএএসপি(ক্রাইম) হুগলী জেলা গ্রামীণ পুলিশ অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র, মগরার সিআই

রাজকিরণ মুখোপাধ্যায়, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। সভাতে মেলায় আগত দর্শনার্থী পুণ্যার্থীদের যাত্রী স্বচ্ছন্দ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে পুলিশি ব্যবস্থা থাকবে এবং মেলার পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ২০ জুন হুগলী জেলার অন্যতম শৈব পীঠস্থান তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসছেন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন উপলক্ষে।

মহেশতলার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে এই প্রথম মহেশতলার নাগরিকবৃন্দের উদ্যোগে হরিনাম সংকীর্তন এবং বাউল গানের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল বাটার মোড়ের নিউ মার্কেটের সামনে। শিশু শিল্পীরা অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করে এবং শ্রীকান্ত মাইতি, রামকৃষ্ণ দাস, গৌতম চক্রবর্ত্তী, সুকদেব দাস এবং নাড়ু মুখুটি প্রভৃতি প্রধান উদ্যোক্তারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। প্রায় ৩ হাজার লোককে ভোগ বিতরণ করা হয়। ছবি : অরুণ লোধ

বিজেপির মাছে ভাতে বাঙালি মিলন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : ১৪ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে 'মাছে ভাতে বাঙালি মিলন' অনুষ্ঠানে ৩০০০ মানুষ মধ্যাহ্ন ভোজনে অংশ নিলেন। মানুষের উপস্থিতি উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা সবিতা চৌধুরী জানালেন, রাজ্যজুড়ে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা আমাদের পূরণ হয়েছে। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার ১ নম্বর ওয়ার্ডের যারা বিজেপির পরিবারবর্গ আছে এবং প্রতিবেশীরা আছে সকলেই একটি ফিস্ট করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন তো আমাদের পরিবার বৃহত্তর হয়েছে কতিপয় মানুষকে নিয়ে ফিস্ট করা যাবে না। তাই বৃহত্তরভাবে এই মাছে ভাতে বাঙালি মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাড়াও বজবজের অন্যান্য ওয়ার্ডের মানুষেরাও আনন্দের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন এবং মধ্যাহ্নভোজ গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া নির্বাচনের আগে তৃণমূল প্রচার করেছিল বিজেপি ক্ষমতায় এলে এ রাজ্যে নাকি মাছ মাংস বন্ধ হয়ে যাবে, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও সেই অপপ্রচারের জবাব দেওয়া হল। মধ্যাহ্ন ভোজে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সদস্য শাখারব সরকার, সাতগাছিয়ার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর, ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার, ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা, বিজেপি নেতা নীতিশ মণ্ডল প্রমুখ। এছাড়াও বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়া, ফলতা, ডায়মন্ড হারবার, মহেশতলা এলাকারও বিভিন্ন কার্যকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

সোনারপুরে ফর্ম বিভ্রান্তি

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : জনকল্যাণ শিবিরে বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের আবেদনপত্র ঘিরে জোর বিতর্ক। প্রথম দিন তো এই প্রকল্পের ফর্মেই আসেনি। সেই খবর জানাজানি হতেই দ্বিতীয় দিন তড়িঘড়ি ফর্ম পাঠিয়ে তা দেওয়া শুরু হয়। তাতেও বিপত্তি কমেনি। কারণ, ফর্মের প্রথম পাতায় আবেদনকারীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লেখার জায়গা রয়েছে। তার ঠিক পিছনের পাতায় ছাপা প্রাপ্তি শিকার, রসিদ বা অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ। ফলে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার প্রমাণ সাদা কাগজে আবেদন পত্র জমা পড়েছে লিখে এবং তাতে সামান্য ইনিশিয়াল করে আবেদনকারীর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক জায়গায়। সমস্যা এড়াতে কিছু জেলায় তড়িঘড়ি নতুন করে আবেদন পত্র ছাপানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে রসিদ না পেলেও আপনাদের কোন সমস্যা নেই। আপনারা আবেদনপত্র জমা দিয়ে বাড়ি চলে যান। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তা যাচাই করে আসবে। একটি

স্বরূপ সেই রশিদ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বুধবার এমন চিত্র ধরা পড়েছে রাজ্যের একাধিক জনকল্যাণ শিবিরে। আর সেই কারণে বার্ধক্য ভাতার ফর্ম জমা করেও বুক ভরা সংশয় নিয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে প্রবীণ নাগরিকদের। এই পরিস্থিতিতে জনকল্যাণ শিবির আরো একদিন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার হয় বার্ধক্য ভাতা সহ ৫৪ টি প্রকল্পের আবেদন পত্র বিতরণ এবং তা জমা নেওয়ার কাজ। সাধারণত কোন প্রকল্পের নাম নথিভুক্তির আবেদন করলে প্রাপ্তি স্বীকার হিসেবে ফর্মেরই একটি অংশ কেটে দেওয়া হয় আবেদনকারীকে। ফর্মের সেই অংশে থাকে সরকারি স্ট্যাম্প এবং নির্দিষ্ট আধিকারিকের স্বাক্ষর যাতে পরবর্তীকালে কোন সমস্যা হলে সেটিকে প্রমাণ হিসেবে দেখানো যায়। বার্ধক্য ভাতার ক্ষেত্রে সেই রশিদ নিয়েই সমস্যা দেখা গিয়েছে রাজ্যজুড়ে আয়োজিত জনকল্যাণ শিবিরে।

এমনকি বারুইপুর, জয়নগর এবং তার সংলগ্ন শহরতলিতেও এদিন অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ ছাড়াই ফর্ম জমা দিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে আবেদনকারীদের। প্রতিবাদ জানালে শিবিরের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, তড়িঘড়ি ফর্ম ছাপাতে গিয়েই গন্ডগোল হয়েছে। এই চরম ভুলের জন্য কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে শিবিরে কর্মরত আধিকারিকদের।

অন্যদিকে, জয়নগরে জনকল্যাণ শিবিরে এক বিজেপি কর্মীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে বসেছিল এই জনকল্যাণ শিবির। সেখানে হাজির হন তনুশ্রী চক্রবর্তী নামে এক মহিলা। সেই সময় শিবির চলাকালীন ঘুরছিলেন বিজেপির কার্যকর্তারা। সেই সময় লাইনে দাঁড়িয়ে ওই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর নামে কটু কথা বলছিলেন। এই নিয়েই দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। মহিলার বক্তব্য রেকর্ড করতে গেলে তখনই শোভনবাবুর মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে তনুশ্রী দেবী। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই বিজেপি কর্মী। পরে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী। পুলিশ ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে।

ফাইলেরিয়া সচেতনতা শিবির ও ওষুধ প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'সুস্থ শৈশব, সুন্দর ভবিষ্যৎ' এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০২৭ সালের মধ্যে ফাইলেরিয়া মুক্ত দেশ গড়তে বাঁকুড়া জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় বাঁকুড়া মিউনিসিপাল হাই স্কুল থেকে সূচনা হল ফাইলেরিয়া সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং প্রতিষেধক ওষুধ খাওয়ানো। বাঁকুড়া জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বাঁকুড়া মিউনিসিপাল হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ফাইলেরিয়া সম্বন্ধে সচেতন করে খাওয়ানো হল তার প্রতিষেধক ওষুধ। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া বিধানসভার বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা সঙ্গে ছিলেন বাঁকুড়া জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার শ্যামল সরেন, বাঁকুড়া মিউনিসিপাল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাধন ঘোষ সহ স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকগণ এবং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মীগণ।

এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বেশ কিছু ফাইলেরিয়া আক্রান্ত মানুষদের তাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। এই দিন স্কুল ছাত্রছাত্রীদের ফাইলেরিয়া প্রতিশোধক ঔষধ খাওয়ানো হয়। আগামীদিনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতিটি মানুষকে এই প্রতিশোধক ঔষধ খাওয়ানো হবে বলে জানান, স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা। অনুষ্ঠান শেষে অতিথীরা তিনটি ফাইলেরিয়া সচেতনতা বিষয়ক ট্যাবলো উদ্বোধন করেন। যে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে প্রচার করবে।

অন্যদিকে, বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার সিউড়ি ১নং, রাজনগর, খয়রাশোল, দুবরাজপুর ব্লক এলাকায় ফাইলেরিয়া নির্মূল করতে গণঔষধ সেবন কর্মসূচি শুরু হয় ১৫ জুন থেকে। কর্মসূচি চলবে আগামী ২৪ জুন পর্যন্ত। খয়রাসোল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে পাঁচড়া বসন্তকুমারী উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণঔষধ সেবন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করা হয়। ফিতা কেটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা, খয়রাসোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ডঃ সৌমেন্দু গাঙ্গুলি। ফাইলেরিয়ার লক্ষণ, কিভাবে রোগ ছড়ায় এবং তার প্রতিকার কি রয়েছে সে বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা সকল পড়ুয়াদের অবগত করেন। অনুষ্ঠানের মধ্যেই ছাত্রীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ডিইসি ও এলবেন্ডাজোল ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। ছাত্রীদের ঔষধ সেবনে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে খয়রাসোল ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সৈয়দ সঞ্জয় হোসেন এবং খয়রাসোল পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ প্রান্তিকা চ্যাটার্জি সকলের সম্মুখে ঔষধ সেবন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঁচড়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান আসমিনা বিবি, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সাধন কবিরাজ, এএনএম স্বপ্না রায়, পিএইচএন মৌমিতা গুপ্ত, স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কাকলী ঘোষ প্রমুখ।

চার বিজেপি নেতাকে শোকজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দলবিরোধী কাজের অভিযোগে সিউড়ি শহরের ৪ বিজেপি পদাধিকারীকে শোকজ নোটিস পাঠান বিজেপি সিউড়ি শহর সভাপতি সুনয়ন ভান্ডারী। সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর সিউড়ি সাজানোপল্লি এলাকায় একটি অস্থায়ী বাসস্থান থেকে তালা ভেঙে ত্রাণের ত্রিপল কম্বল উদ্ধার করা হয়। সেইসময় বিজেপির ওই ৪ নেতা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল এবং এই অনভিপ্রেত ঘটনায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। প্রাক্তন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী দাবি করেছিল তাঁর বাড়িতে ত্রাণের ত্রিপল ও কম্বল মজুত থাকার বিষয়টি তিনি আগেই লিখিতভাবে জেলাশাসককে জানিয়েছিলেন। সেগুলি সরকারি হেফাজতে নেওয়ার জন্যও জেলাশাসককে অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু তার আগেই বেআইনিভাবে তালা ভেঙে সেইসব সরকারি সামগ্রী উদ্ধার করে লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

উচ্চমাধ্যমিকের নতুন সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ জুন রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন সভাপতি হলেন মনসুর রহমান সর্দার। তিনি এতোদিন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের উপসচিব পদে ছিলেন। সভাপতি ড. পার্থ কর্মকার বিবেক–বার্তার আবহেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। ১১ জুন সন্ধ্যায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৯ মে রাজ্যের নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পরই বিদায়ী সরকারের মনোনীত পদাধিকারীদের সরে দাঁড়ানোর নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল রাজ্যের তরফে। তবে রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ও সচিব পদ গুলি ফাঁকা হলেও, রাজ্যে চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ, তৎকাল রিনিউ ও স্ক্রুটিনি তখনও বাকি থাকায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অনুরোধে ড. পার্থ কর্মকার নিজ পদে থেকে গিয়েছিলেন। চলতি বছরের ১৪ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়। পার্থবাবু চলতি বছরের ২ মার্চ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীনই শিক্ষা সংসদের সভাপতি পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মহাপ্রয়াণ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মহাপ্রয়াণের ১০১ তম দিবসে দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় হিন্দ সংঘের এক অনুষ্ঠানে 'ব্যারিস্টার থেকে ফকির' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রকাশিত হল নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরীর লেখা বই 'দেশবন্ধুর সুভাষ'। দীপ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত বইটিতে অপ্রকাশিত

পান্ডুলিপি চিঠিপত্রের আলোয় তুলে ধরা হয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনের সম্পর্কের নানা অধ্যায়।

বন্দেমাতরম সমবেত সংগীত এ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সভাপতি প্রণব গুহ বলেন, দেশবন্ধু, নেতাজি ও স্বামী বিবেকানন্দের সেবার আদর্শ সবার পাথেয় হয়ে উঠুক। লেখক ড. জয়ন্ত চৌধুরী উল্লেখ করেন, জাতীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রই প্রথম বাংলাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন। তাঁদের দেশপ্রেম ও সেবাব্রতের মূল্যায়ন ইতিহাসের স্বার্থেই আজ জরুরি।'

দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতি এবং দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম এই দুটি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবৈতনিক সম্পাদক যথাক্রমে সন্দীপ দত্ত ও শুভেন্দ্র মৌলিক দেশবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং প্রতিষ্ঠান দুটির সংগ্রামী ঐতিহ্য তুলে ধরেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন দীপ প্রকাশনীর সিইও সুকন্যা মণ্ডল, দীপ্তাংশু মণ্ডল, গবেষক ড.দীপক বড় পণ্ডা, ক্রীড়া প্রশাসক অসিতবরণ ব্যানার্জি।

গবেষক শুভাশিস চৌধুরী 'ব্যারিস্টার থেকে ফকির' বক্তৃতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেন। দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন গোপাল দাস, দেশবন্ধু রচিত আবৃত্তির মাধ্যমে পার্থসারথি নাথ দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু বিশিষ্ট মানুষ, স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের মানুষজন ছাড়াও বহু ছাত্রছাত্রীও উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রিয়াঙ্কা কারতি, সঞ্চালনায় ছিলেন প্রিয়ম গুহ। এদিনের অনুষ্ঠানে সকল অতিথিদের গাছ উপহার দেওয়া হয় লায়েন্স ক্লাব অফ কলকাতার সাফল্য সম্পৃতির পক্ষ থেকে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে জোর কেএমসির

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা এখন কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্প রূপায়ণ করছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই কলকাতা পৌরসংস্থা এবার কলকাতা পৌর এলাকায় কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্প চালু করায় জোর দিয়েছে। সম্ভাব্য প্রকল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে কন্ট্রোলিং আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে। ২৫ মে পৌর প্রশাসক ও মহাধ্যক্ষা স্মিতা পাণ্ডে এবিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ২১ জুন ১২ তম

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সেই সূত্রে কলকাতা পৌর এলাকায় ৫ দিনব্যাপী থিমভিত্তিক স্বচ্ছতা অভিযান উপলক্ষ্যে ১৫ জুন কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনে কেন্দ্রের 'স্বচ্ছতা সে স্বাগাত' অভিযান পালনের সূচনা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এদিনের এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রশাসক ও মহাধ্যক্ষা স্মিতা পান্ডে বলেন, ১৬–২০ জুন কলকাতার স্বচ্ছতা অভিযানে ট্রান্স পোর্ট হাফ, উদ্যান, রাস্তার পাশের বনায়ন, জলাশয় এলাকা বিশেষ ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। ১৬ জুন মন্দির(কালীঘাট, পরেশনাথ, ইসকন)–ভবানীপুর গুরুদুয়ারা–চার্চ এলাকা–নাখোদা মসজিদ এলাকা, কলকাতা পৌর এলাকার রাজ্যের ও পৌরসংস্থার সমস্ত উদ্যান–বনায়নে বিশেষ সাফাই অভিযান করা হচ্ছে। ১৭ জুন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ–সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ২০,০০০ কর্মী কলকাতা শহর পরিষ্কারের কাজে নামেন। এদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাবুঘাটে হুগলি নদীর তীরভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন ইসকনের ১০০ জনের বেশি ভক্ত। ১৮ জুন বাজার এলাকা, বাস স্ট্যান্ড(এসপ্ল্যানেড), ট্রান্সপোর্ট হাফ এলাকা, ৬০টি ক্রিটিক্যাল এলাকা, ল্যান্ডডাউন মার্কেট, লেক মার্কেট ও গড়িয়াহাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। ১৯ জুন আদিগঙ্গার ওপর ভেসে চলা আবর্জনা, হুগলি নদীর ১৪টি ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ছোটোখাটো সংস্কার করা হচ্ছে।

২০ জুন কলকাতার ১৯৫টির বেশি ক্রনিক ব্ল্যাকস্পট, সঙ্গে সিআইটি পোদ্দার কোর্ট, গুরুসদয় রোড, বাবুঘাট এলাকায় এমন স্পট বুঝিয়ে দেওয়া হবে। কলকাতা পৌর এলাকায় জলাশয়গুলি পরিষ্কার করা হবে। আমাদের লক্ষ্য এই কদিনে ৫,৭৯৬ মেট্রিক টন সলিড ওয়েস্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। কলকাতা পৌর এলাকার ৬০টি পৌর বাজার এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। ৩৪০ কিলোমিটার বাস রাস্তা পরিষ্কার করতে চলেছি। ৫০ টি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। সঙ্গে ফুটপাথগুলোও পরিষ্কার করা হচ্ছে। এই কর্মযজ্ঞে ২০ হাজার পৌরকর্মীর সঙ্গে কলকাতাবাসীকেও এতে অংশ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কলকাতার ১৯৫টি যে ব্ল্যাকস্পট আছে, যেখানে বর্ষায় জল জমে, সেগুলিতে লক্ষ্য রাখা। আদিগঙ্গার প্রসন্নময়ী ঘাটসহ ১৪টি ঘাট পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং আদি গঙ্গার শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে দইঘাট পর্যন্ত ৬.৫ কিলোমিটার পরিষ্কার করা হচ্ছে। কলকাতায় থাকা রাজ্যের সেচ দপ্তরের নিকাশি খালের ৫০০ মিটার পরিষ্কার করা হচ্ছে। ৯০,০০০ কিলোগ্রাম ম্যানহোল ডিসিল্টিং করা হবে, সঙ্গে ৩,৩২,৫০০ কিলোগ্রাম গালিপিট ওয়েস্ট তোলা হচ্ছে। কালী মন্দির, ইসকন, ভবানীপুর গুরুদুয়ারা, নাখোদা মসজিদ, শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, গোয়ালিয়র ঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট, বাবুঘাট, গুরুসদয় রোড, এপিসি রোড, বেলেঘাটা, মল্লিকা বাজার, রুবি ক্রসিং এলাকা, পর্ণশ্রী এলাকা পরিষ্কার করা হচ্ছে। এতে করে ২১ জুন কলকাতাবাসী একটি নতুন পরিচ্ছন্ন কলকাতা পাবেন আশা রাখছি বলে জানান কলকাতার পৌর প্রশাসক।

এদিনের 'স্বচ্ছতাসে স্বাগাত' অনুষ্ঠানে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর ১৫–২০ জুন রাজ্যের সকল পৌরসভা ও পৌর নিগমগুলিতে এক সপ্তাহব্যাপী নিবিড় পরিচ্ছন্নতা ও সবুজায়ন অভিযান করা হয়। এতে সবুজায়নের মধ্যে দিয়ে একটা স্বাস্থ্যকর শহর গড়ে তোলা হয়। এদিন রাজ্যের ১০টি পৌরসভার মতো করে কলকাতা পৌর এলাকায় একটি 'স্বচ্ছতা অ্যাপ' নামে একটি অ্যাপ চালু করা হল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। ১৬ জুন থেকে যেখানে জঞ্জালে ভরপুর এলাকার ছবি তুলে পাঠালে ২ ঘণ্টার মধ্যে সেই এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে।

এদিন কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনে এসে শুভেন্দু অধিকারী কনফারেন্স রুম ওয়ানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমান পৌর পরিস্থিতিতে চলতি বর্তমান বছরে আর কলকাতার পৌরপ্রতিনিধিরা পৌরবাসীদের কোনও শংসাপত্র দেবেন না। তবে পৌর প্রতিনিধিরা যে সব শংসাপত্র দিতেন, তা কলকাতা পৌর এলাকার যে ১৭ জন বিধায়ক–বিধায়িকা আছেন, তারা দেবেন। সেগুলি এবার গ্রহণযোগ্য হবে। সঙ্গে আরও জানান, কাজের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার টাকার কোনও অসুবিধা হবে না। কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে 'স্বচ্ছতা সে স্বাগাত কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, নগরোন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে কলকাতার জন্য ৬০০ কোটি, কেন্দ্রীয় প্রকল্প অদ্ভুতের আওতায় ৫০০ কোটি(৬০:৪০ রেশিওতে), নমামি গঙ্গে প্রকল্পে ৫০০ কোটি–সহ কলকাতা পৌরসংস্থা ১,৬০০ কোটি টাকার সাহায্য পেতে পারে। এছাড়াও 'আর্বান চ্যালেঞ্জ ফান্ড' ও স্বচ্ছ ভারত ফান্ডে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার মিলে আরও সাহায্য করতে পারি। এসব নিয়ে পৌর আধিকারিকদের পরিকল্পনা করতে হবে, প্রপোজাল দিতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থাকে প্রশাসকের দায়িত্বে আনার কারণ ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের সুপারিশ মেনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের পুনর্বিন্যাস করে স্বচ্ছতার সঙ্গে আগামী ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পৌরসংস্থার নবনির্বাচিত নবম পৌর বোর্ড(কেএমসি অ্যাক্ট ১৯৮০ অনুসারে) গঠন করা হবে। হাওড়া পৌরসংস্থা ও বিধাননগর পৌরসংস্থার নবনির্বাচিত পৌর বোর্ডও গড়ে উঠবে।

এদিন চৌরঙ্গী, বেলেঘাটা ও বালিগঞ্জ বাদে কলকাতার বাকি ১৪ জন বিধায়ক–বিধায়িকসহ কলকাতা দক্ষিণের সাংসদের উপস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের কাছে এপক্ষ ওপক্ষ নেই, আমরা ওরা নেই, আমি আমি নেই, আমরা আমরা নীতিতে চলে আমাদের কাছে একটাই পক্ষ উন্নয়নের পক্ষ–বিকাশের পক্ষ–প্রগতির পক্ষ। তিনি বিদায়ী পৌরপ্রতিনিধিদের কলকাতা পৌর এলাকার উন্নয়নে তার নিয়মিত কর্মযজ্ঞে কলকাতার প্রশাসক ও মহাধ্যক্ষকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব গ্রহণে আহবান জানান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৫–২০১০ সময়কালে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য্য কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক থাকাকালে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য কলকাতার একাধিক এলাকায় কলকাতা পৌরসংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৮৫ সাল থেকে গত ৪১ বছর এভাবে কোনও মুখ্যমন্ত্রী কোনও দিন কেন্দ্রীয় পৌরভবনে এসে মহাধ্যক্ষের রুম, কনফারেন্স রুম ও পৌরভবনের লনের কোনও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা, এরকম স্মরণাতীত কালে ঘটেনি। সেদিক দিয়ে নজির গড়লেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'আমি গ্রামের ছেলে পূর্ব মেদিনীপুরের ছেলে কিন্তু কলকাতাবাসীকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়াই আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।'

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের আহ্বানে বিশেষ আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ জুন কলকাতার নিউ আলিপুর কলেজের উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে জার্নালিজম বিভাগ ও ন্যাশনাল কেবিট কর্পস আয়োজনে 'পশ্চিমবঙ্গ শিল্প : স্মৃতি, সত্ত্বা ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট অথিতিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবি ও বক্তা দেবজিৎ সরকার, উদ্যোক্তা শুভময় মাইতি, বক্তা ড. মোহিত রায় ও কলেজের অধ্যক্ষ জয়দীপ ষড়ঙ্গী।

আইনজীবি দেবজিৎ সরকার পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের বিকাশ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ৩৪ বছরে বাম ও ১৫ বছরে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অগ্রগতি বা নতুন শিল্প আসার পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছে। গত ১৫ বছরে কলকাতায় বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনও নতুন কলকারখানা খোলা হয়নি। তিনি আরো বলেন, আগে সিয়াচেনের সেনাবাহিনীদের জুতো আস্ট্রেলিয়া থেকে আনা হত যার সবথেকে কম দাম ছিল ২ লাখ ৩৭ হাজার টাকা তখনকার দিনে। ১২ থেজে ১৬ হাজার টাকার মধ্যে একই গুণসম্পন্ন সেই জুতোই কানপুরের একটি কোম্পানী তৈরি করছে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রজেক্টের মাধ্যমে। যদি কানপুর পারে তাহলে ভবানীপুর কেন পারবে না? গত কয়েক বছরে কলকাতার মানুষ ব্যাঙ্গালুরু, সুরাট, পুনে জয়পুর সহ দুবাই, কাতার ইত্যাদি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছে। এর সাথে তাঁর বক্তব্যে তিনি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত হয়ে নতুন নতুন ভাবনায় ব্যবসা করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তোমরা শুরু করো, সরকার তোমাদের পাশে আছে। উদ্যোগপতী হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলো। আগে তোলাবাজি ও দুর্নীতির কারণে ব্যবসার পরিবেশ ছিল না। বহু ব্যবসায়ী ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে। এবিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেন, শুভময় মাইতি। তিনিও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আবেদন করেন এবং যথাযথ সাহায্য করবার আশ্বাস প্রদান করেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শেষ হয় আলোচনা সভা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলেজের অধ্যাপক অনিকেত মহাপাত্র। **ছবি : প্রীতম দাস**

যাওয়া আসার পথে পথে

পরিবর্তিত যাত্রা

প্রিয়ম গুহ

গানের পাল্টা গান, স্লোগান পাল্টা স্লোগান, ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতির পাল্টা প্রতিশ্রুতি, মানুষের মন বুঝে প্রচারের চমক। এইসব কিছু শেষ করে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে এলো আবার এক পরিবর্তন। এখন 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার অর্থাৎ কেন্দ্র–রাজ্য হাতে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিকাশের জন্য বদ্ধ পরিকর।

ফলাফল বেরোতেই ক্ষমতাচ্যুত দলের অন্যায়কারী সমর্থকেরা ক্ষমতাসীন দলের রং গায়ে মেখে রাস্তায় তাদের পুরনো দাপট নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নতুন সরকারের শপথের পর শুরু হয় না না পদক্ষেপ। চুরি হওয়া টাকা উদ্ধার, অন্যায়কারী নেতা–মন্ত্রীদের জেলযাত্রা।

ডিম থেরাপির কারণে পোল্ট্রিতে চাপ বেড়ে গিয়েছে। অর্থনীতিতেও নাকি অন্য পর্যায় খুলে যাবে। পচা ডিম বিক্রির কারণে 'নো ওয়েসটেজ', এমনই সব মজার কথা বলতে বলতে দুই বন্ধু হেঁটে চলে গেল। আমিও পৌছালাম বাস স্ট্যান্ডে। ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, বেছে নিয়েছিলাম সরকারি বাস। দেখে বেশ ভালোই লাগলো মহিলাদের বিনামূল্যে বাস পরিষেবা। যদিও কিছু কিছু পুরুষের মনের একটু–আধটু ক্ষোভ আছে বৈকি। আমার পাশে সহযাত্রী বললেন, ভালোই পদক্ষেপ তবে বুঝলেন মহিলা হয়ে জন্মালে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যেত, টাকাও বেশি খরচ হত না। পাশের ভদ্রলোক বললেন, ঠিকই বলেছেন কি সুন্দর অন্নপূর্ণা যোজনায় ৩০০০ টাকা করে পাচ্ছে। মহিলাদের ভোট সত্যিই বেশ দামী। তবে এই টাকাটা পাওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়, সরকার তা বুঝিয়ে দিয়েছে। কোনভাবেই অযোগ্য বা পুরুষ রুপি মহিলাদের কাছে যাবে না। এই কঠোরতম পদক্ষেপে আপামর জনগণ কিছুটা হলেও খুশি। মহিলারাও এ বিষয়ে একমত। আসলে কাজের যাত্রাপথে এই আলোচনাগুলি ঘণ্টাখানেকের গুরুগম্ভীর না হলেও বেশ মনোগ্রাহী বটে।

দেখতে দেখতে পরিবর্তনের একটি মাস কেটে গিয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় মানুষের মনের কথা ব্যক্ত হতে শুরু করেছে।

সেদিন এক চায়ের দোকানে আমরা চা খাচ্ছিলাম, পাশে বসে থাকা কয়েকজন ভদ্রলোক বললেন, সবই ঠিক আছে কিন্তু এই হঠাৎ বিজেপিদের দৌরাত্ম বন্ধ করা দরকার। যাদের দেখলাম এতদিন কাপিয়ে বেড়ালো, লোককে মারলো, তারাই এখন বিজেপি নেতাদের পিছনে ঘুরছে! আসলে আমরা তো অনেকেই স্ব–ইচ্ছায় এই পরিবর্তনের পক্ষে মানুষের কাছে বুঝিয়েছিলাম কিন্তু কোথায় যেন এখন মনে হচ্ছে আমাদের কথাগুলো আবার মিথ্যে হয়ে যাবে না তো? পাশেরজন বললেন, প্রথম সারিতে নেতারা কড়া বার্তা দিয়েছেন কিন্তু নিচের নেতাদের কানে ঢুকছে কই? এইতো সেদিন রাস্তা আটকে বিশাল অনুষ্ঠান হল। এই রাস্তা আটকানোর বিরুদ্ধেই তো ওই এলাকার লোকেরা ভোট দিয়েছিল এখন আবার সেই রাস্তাই আটকাচ্ছে। স্বচ্ছতার বার্তাবাহক এই নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী–মন্ত্রী ঝাড়ু হাতে পরিষ্কার করার দায়বদ্ধতা গ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের সন্তানসম সমর্থকরা সমাজের মানুষের কাছে পৌঁছাতে কি পারবে? চতুর্দিকে জল খাওয়াচ্ছে কিন্তু জল খাওয়ার পর সেখানেই পড়ে থাকছে প্লাস্টিকের গ্লাস। আরো হয়তো অনেক কথাই হচ্ছিল তাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল তাই আর দাঁড়াইনি।

তবে মানুষের মনে হকার উচ্ছেদ নিয়ে বেশ টানাপোড়েন চলছে। রাস্তাঘাটে চায়ের দোকানে এ বিষয়ে আলোচনা হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। কেউ বলছেন, ঠিক হচ্ছে আবার, কেউ মানবিকতার দিকে ঢলে রয়েছেন। যদিও হকার উচ্ছেদ এখনো শুধুমাত্র রেলের তরফ থেকেই করা হচ্ছে। অনেকেই বলছেন, রেলের জায়গায় যখন বসেছিল তখন রেলের অনুমতি নেয়নি। তাই রেলের পক্ষ থেকে পুনর্বাসনের কোন দায়–দায়িত্ব থাকার কথা নয়। যেসব নেতারা পয়সার বিনিময় বসিয়েছিল এবং প্রত্যেক দিন তাদের থেকে তোলা তুলতো পুনর্বাসন তাদেরই দেওয়া উচিত। যদিও এই আলোচনার মধ্যে কিছুটা অযাচিতভাবে ঢুকে গিয়ে আমি বলে এলাম পুরোটাই এখন হাইকোর্টের হাতে। বিচারকরাই এখন ভরসা।

তবে এইসবের মধ্যে অটোতে গড়িয়াহাট যেতে যেতে আমার এক সহযাত্রীর কথা না বললেই নয়। বিভিন্ন কথার মাঝে উনি বললেন, যোগ্য শিক্ষা কর্মীদের চাকরিটা ফিরিয়ে দিলেই ভালো হয়। কারণ বিজেপিকে এনেছি, লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেছি বিজেপিকে আনতে, শুধুমাত্র চাকরি ফিরে পাওয়ার আশায়। দেখা যাক, বাবা মার মুখে হাসিটা ফিরিয়ে দিতে পারি কিনা।

এই এক সপ্তাহে সব থেকে আলোচ্য বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস এবং আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস মানুষের কাছে আবার নতুন করে ফুটে উঠছে এবং সত্য ইতিহাসটা সবাই জানতে পারছে।

কিন্তু যোগ দিবস নিয়ে আবার সেই টানাপোড়েন। অনেকেরই প্রশ্ন রেড রোড কেন? কেউ কেউ আবার বলছেন রেড রোড এখন গেরুয়া রোড। নামাজ বন্ধ হয়েছে কিন্তু যোগ কেন সেখানেই হবে। তবে পাল্টা উত্তরও আবার মানুষের মধ্যে থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। কেউ বলছেন সরকারি অনুষ্ঠান হতেই পারে কারণ রেড রোডে প্যারেড তো হয়। কেউ বলছেন রাস্তা বন্ধ রেখে না করাই ভালো ছিল। আবার অনেকেই বলছেন এ তো কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, যোগ তো সবার।

বলাবাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটি নতুন জিনিসের অপেক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের সেলিব্রেশন আর প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগে শামিল হওয়ার।

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়েও সকলের মনে অনেক প্রশ্ন। স্কুল কলেজ, বিশেষ করে কলেজ রাজনীতিমুক্ত হবে তো? যুবসমাজ আবার নিজের প্রাণ খোলা আনন্দে দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাববে তো? তবে পথ চলতি মানুষের মনে যেমন বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে তেমন আশার আলোও দেখছেন তারা। যোগের একাগ্রতা, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস কি বিকশিত করতে পারবে বঙ্গবাসীর ভাবনাগুলিকে?

বার্তা

আবর্জনাময় : খবরে আজকের নেতা মন্ত্রীদের শহরের গলি থেকে রাজপথ পরিষ্কার করার যে উৎসাহ চোখে পড়ছে , ঠিক তার উল্টো ছবি দেখা গেল বেহালার গরাগাছায়। রাস্তার পাশে সকাল পেরিয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত জমে রয়েছে অবর্জনা, পাশের পুকুরটারো অবস্থাও তথৈবচ। **ছবি : অভিজিৎ কর**

মরণফাঁদ : বৃষ্টি হলে জল জমে মরণফাঁদে পরিণত হয় দুবরাজপুর আশ্রম থেকে সিনেমা হল হয়ে সাতকেন্দুলি যাওয়ার রাস্তা। **ছবি : নিজস্ব**

দুর্যোগ : রংপো থেকে সিংথম–এর মধ্যে ২০ মাইলে পাহাড়ে ধস নেমে ১৮ জুন সকালে বন্ধ হয়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। **ছবি : নিজস্ব**

দৌড় থেকে ধ্যান : সারা কলকাতা জুড়ে ১১টি স্থানে ২ কিলোমিটারের যোগদৌড়ের ব্যবস্থা করা হয় কলকাতা পুলিশের তত্ত্বাবধানে। এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন এলাকার আট থেকে আশি সকলেই। বাদ পড়েনি মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীও। দৌড় শেষ করে ধ্যানের মাধ্যমে যোগদিবসের প্রস্তুতির সাক্ষী রইলো কল্লোলিনী। **ছবি : নিজস্ব**

প্রস্তুতি : ১৯ জুন ছাতনার বিডিও সৌরভ ধল্ল শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয়ের যোগা দিবসের প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করলেন। **ছবি : নিজস্ব**

কবিতা

নির্দেশ
আরতি দে

জীবন আছে, আছে চলার পথ
যাবে না বাইরে যাওয়া
পিচ্ছিল হয়েছে পথ খুনের রক্তে আজ
ঝড়ের গতি বেসামাল সাইক্লোন ঘূর্ণী হাওয়া
ঘরের বাইরে রেখো না আজ পা।
অধঃপাতের রাত্রি নামে সন্ত্রাসের শরীর বেয়ে
পৃথিবীর বুক থরোথরো মৃত্যু ভয়ে।
খবরে খবরে চোখ কান ঝালাপালা
কোথাও লেগেছে আগুন, কোথাও আত্মঘাতী বোমা।
দূরাচারীর দল নাবালিকাকে করল হরণ
ধর্ষণে হল না ক্ষান্ত, আপন প্রাণের ভয়ে প্রাণ নিল ওরা
নারী তুমি ঘরের বাইরে যেও না আর।
মিছিল চলেছে পথে নারী পুরুষ নির্বিশেষে
ঘরের বাইরে যেও না আজ রাস্তা অবরোধ।
পৃথিবীতে আজ কেউ আনে না শান্তি সুখের বার্তা
শহর নগর এক হয়ে করছে মর্গে যাত্রা।
বিষন্ন মনে শহরে নগরে খবর দেখি খবর শুনি
নির্জনে নিভৃতে বন্ধ ঘরে একা।
(শহীদ নগর, কলকাতা–৭৮)

চক্র
আব্দুল হান্নান

মানুষ মারার রাজনীতি আজ
ছেয়েছে বিশ্ব গোটা
যেখানে যাও বিছানো আছে
শান্তির পথে কাঁটা
জায়গা জায়গা রঙ বদলায়
কৌশল নতুন ধারা
সব জায়গার শেষে আছে
মরে না মানুষ ছাড়া।
নিরীহের ওপর নির্যাতন হয়
দাবার ঘুটির চালে
শান্তির বাণী আওড়ায় শুধুই
আসে না কোন কালে॥
(রামশরনপুর, সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

বিতর্ক
ভীম ঘোষ

এখন বিতর্ক থেকে যাচ্ছে মনুষ্যত্বের গভীরে,
শরীর ছুঁয়ে আছো স্বপ্নময় বর্ণমালা
মুক্ত বাতাসের মত ঝরছে বিবেক, ফ্রেমে ইচ্ছে–হাসি,
চরাচরে অধিক কান্না, ক্লান্ত দুটি চোখে
এক চিলতে প্রেমের সন্ধানে তুলছো ঝড়
কবি মনের কথা বুঝি উপকথায়
সেই কান্নাকে বরণ করি আবীর খেলায়
তবুও বিতর্ক থেকে যাচ্ছে শ্বাস–প্রশ্বাসে।
(শতল, কলসা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

কোথায় সবার মঙ্গলময়
কামাক্ষ্যারঞ্জন দাস

ওখানে দাঁড়িয়ে ওরা কারা
ওদের হাতে কি ধারালো ছোরা
ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে কেন
ওরা কি শুভ টা পেলো না
ওদের হৃদয় মলিন ছিল না
ওদের হৃদয় মঙ্গলময় হোক না
মঙ্গলই তো আমরা সবাই চাই
কিন্তু কোথায় আমরা মঙ্গল পাই!
মঙ্গলময় মঙ্গল দেওয়ার মালিক
কোথায় মঙ্গলময় জোড়া শালিক!
(বড়িশা, কলকাতা–৮)

খুকুর ইচ্ছে
তপতী মুখোপাধ্যায়

ভাল্–লাগে না বাদলা দিনে
করতে লেখা পড়া
ইচ্ছে করে জানলায় বসে
দেখতে বৃষ্টি ঝরা
ইচ্ছে করে কাগজের নৌকো
ছাড়ি জলের স্রোতে
ইচ্ছে করে খিচুড়ীর সাথে
ইলিশ ভাজা খেতে,
ইচ্ছে করে তোমাকে মা
ভীষণ কাছে পেতে।
ইচ্ছে করে বাদল সাঁঝে
শুনতে ভূতের গপ্পো
ইচ্ছে করে তেলে ভাজা
আর মুড়ি খেতে অল্প।
বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে শুনতে
নামবে চোখে ঘুম
ঘুমের মাঝে ছোট্ট পরী
দেবে একটি চুম।
(মানকুণ্ডু, হুগলী)

সঙ্গীতের স্বর্ণ যুগ
তাপস রায়

স্বর্ণযুগের গান ছিল, আছে এবং থাকবে।
অমর সেইসব গীত, যা আগামীতেও মানুষ মনে রাখবে।
স্বর্ণযুগের মধুর কণ্ঠ, সুরের জাদু, মধুর গীতরচনা
আজও সবার মন ভরায়, প্রাণ ভরায়, পূর্ণ করে বাসনা।
স্বর্ণযুগে গানের আসরে, গানের আখড়া আর জলসাঘরে
গীতচর্চায় ভরিয়ে রাখতো সারা বছর ধরে।
আজও আছে গানমেলা, আজও হেথায় বসে জলসাঘর,
সেথায় কত নবীন প্রতিভার মধুর কণ্ঠে মুগ্ধ হয় আসর।
তোমাদের সাধনা, ধ্যান – সব নিবেদিত হোক সঙ্গীতে আর রাগে,
আজকের প্রজন্ম নিশ্চয়ই স্থান পাবে আগামীর স্বর্ণযুগে।
(বাওয়ালী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

বাংলা গান
সুব্রতকুমার করণ

লাগছে কি খুব একা একা, পাচ্ছো না কারো দেখা
চোখ বুজিয়ে শোনো ভালো গান, মিলিয়ে যাবে মনের বিষাদ
উঠবে জেগে ঝিমিয়ে যাওয়া প্রাণ!
রাগ দুঃখ হতাশা জীবনেরই অঙ্গ, তবুও যায়না ছাড়া পৃথিবীর সঙ্গ
অশান্তির মাঝেও যদি মনে শান্তি চাও,
নিত্যদিনের কাজের ভীড়েও
পাতো গানে কান।
স্বর্ণযুগের কত গান হায়, আজো মন শুনতে যে চায়
হোক পুরাতন কমেনি টান, জড়িয়ে আছে সেসব গানে
কত স্মৃতি, হয়নি ম্লান।
বাংলা গানের মধুর মায়া, ক্লান্ত দিনে বটের ছায়া
জুড়ায় যেমন হৃদয়খান, তেমনি করে এ গান আমায়
নিত্য করে সাহস দান।
(বাওয়ালী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

স্বর্ণযুগের গান
রাজকুমার বর

হারিয়ে যাওয়া পুরানো সেই স্বর্ণযুগের গান
আজও স্মৃতি বাসা বেঁধে ভরিয়ে তোলে প্রাণ।
মনোমুগ্ধকর কথা ও সুরে গাইত শিল্পী ভালোবেসে
শিল্পী আর শ্রোতার মধ্যে বন্ধুত্ব যেত মিলে ও মিশে ।
যে গান শুনে চোখে জল, আনন্দে মন ভরে
সময়ের সাথে বদলেছে কথা বদল এসেছে সুরে।
স্বর্ণযুগের কালজয়ী গানে আবেগ থাকতো জড়িয়ে
মানুষের হৃদয় করত জয় সব সীমানা ছাড়িয়ে॥
(পার্বতী, দঃ২৪ পরগণা)

অলসতা
ত্রিজিৎ পাঁজা

বিকেলবেলায় নীলু যাচ্ছিল পড়তে,
মা বলল, পারলিনা নিজের জলটুকু ভরতে!
বোতল ব্যাগে ঢুকিয়ে বেরিয়ে পড়ল নীলু,
আপন মনে ভাবতে লাগলো, সে যে বড়ই চালু।
পড়ে এসেই বসে পড়ল নীলু মোবাইল নিয়ে
কি পড়ল কে জানে সে পড়তে গিয়ে
এখন তো শুধু মোবাইলটাই জগৎ তার কাছে
যতক্ষণ না বাবার লাঠি পড়বে তার পাছে।
খেলাধূলা নেই নীলুর রোজকার জীবনে,
পুরো দিনটা তার তো বিছানা ছাড়া কাটেনে
বাবা বললো, একটু শরীর চর্চা করতেও তো পারো
দিন দিন ওজনটা যে বেড়ে যাচ্ছে আরো!
দু–মাস পরে বেরোলো নীলুর বার্ষিকের ফলাফল,
নীলু করল ফেল, এক হল দুধ আর জল।
তাই তো বলি অলস হবে না, পড়ে থেকো না ঘরে
নাহলে যে জীবনটা কাটবে তোমার বৃথাই।
(মহেশ্বরপুর, বাওয়ালী, দঃ২৪ পরগণা)

স্বপ্নজয়ী
প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

ওরা ছুটছে – পথের শেষ নেই
বন্ধুর পথ, চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে
এগিয়ে যাচ্ছে ওরা – অকুতোভয়ে।
সামনে পাহাড়ের সারি।
মেঘ ছুঁয়ে ওরা দাঁড়িয়ে আছে অন্তরায় হয়ে
আকাশের কোণে আলোর রেখা
উঁকি মারছে বারে বারে।
ফুটলো ভোরের আলো
জাগছে পাখি, ঘুম ভাঙছে
বনান্তরালের।
সূর্যের আলো দিচ্ছে পেলব স্পর্শ!
তার মাঝে ওদের লক্ষ্য পথ
ওরই শিখরে ওড়াবে ওদের
জয়ের রঙীন পতাকা!
(লাভপুর, বীরভূম)

সারমেয় ও মানুষ
ড. অশোক কুমার ভট্টাচার্য

সদ্যজাত শিশু পড়ে রাস্তার কোণে
পাহারায় সারমেয়
সারারাত চীৎকারে আর্তি জানায়
যদি কেউ শোনে।
ভোরের আলোর সাথে জুটলো মানুষ
কোলাহলে ভিড় বাড়ে আরো
সারমেয় শান্ত হল নিশ্চিন্ত প্রভাতে।
সারমেয় মানুষ নয়, পশু
পশু নাকি শুধু দেখে, চেতনাবিহীন
চেতনায় পূর্ণ এই মানুষের কূলে
সারমেয় বাঁচিয়ে রাখে মানব–শিশু!
(পূর্ব পুটিয়ারী, কল–৯৩)

গ্রীষ্ম
রীতা ঘোষাল

ভয়াবহ গ্রীষ্মের মাস
তীব্র দহনে হাঁসফাঁস।
খাদ্য দ্রব্য শুকিয়ে কাঠ
জমি মাটি ফাটাফুটি
কৃষকের স্বপ্ন বুঝি মাটি!
দুপুরের রাস্তা শুনশান
জীবন স্তব্ধ মুহ্যমান।
তপন তেজে বহ্নিশিখা
দাবানলের রূপ ধরে
গিলছে কেবল বনবাদাড়।
জল দাও জল দাও আর্তিতে
শ্রাবণ খুঁজে যাই কেবল
এই তপ্ত পৃথিবীতে॥
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৪১)

তুমি ভালোবাসো বলে
পার্থসারথি সরকার

তুমি ভালোবাসো বলে পাথর নদী হয়ে যায়
নৌকা পাল তোলে কিনারায় আকাশ হয়ে যায় নীড়
যুদ্ধেও নেচে ওঠে তীর
তুমি ভালোবাসো বলে বালুচর ভিজে ওঠে বৃষ্টিতে
বৃন্দাবন বেজে যায় বাঁশীতে
জ্যোৎস্নার যমুনায় ভাসে কূল
একতারা হয় প্রেমের বাউল
তুমি ভালোবাসো বলে বসন্ত আসুক না আসুক
কৃষ্ণচূড়া ফোটে বেদনা চাঁদ হয়ে ওঠে
ধূসর ক্ষেত ভরে ওঠে ধানে
হৃদয় ভরে যায় নবান্নে।
(হরিদেবপুর, কল–৮২)

গুজবের জন্ম
সুকুমার মণ্ডল

কে কোথা কি বলল পাশে তুলছো নাকি কানে
কত কথাই কানে আসে বুঝিই না তার মানে!
পরেশ বাবুর ভাগ্নী জামাই এমন গুণের ছেলে
বিশাল বাড়ী ব্যবসা কামাই এখন নাকি জেলে
বিশুর পিসির আপন দেবর বেজায় সভ্য ভদ্র
তিন নম্বর পত্নী–কে তার তালাক দিল সদ্য
কার বাড়ীতে রোজই চলে ঝগড়া মারামারি
কার বাগানে রোজই ফলে আপেল রকমারি
কে যেন ভাই বলল সেদিন উড়োজাহাজ কিনব
কালকে রাতে কোন পাড়াতে ঘোড়ায় দিল ডিম্ব
ভোটের খবর, জোটের খবর, খেলার মাঠের কাণ্ড
কেচ্ছা ছড়ায় গুজব গড়ায় ফুরোয় না তার ভাণ্ড
কোন নায়িকা নতুন করে পড়ল কাহার প্রেমে
কার সিনেমা যাচ্ছে এবার ভেনিস নাকি রোমে
অবাক করা নানান খবর চলছে যাহার চর্চা
তর্ক বাধাও, গলা ফাটাও একটুও নেই খরচা
চায়ের কাপে তুফান উঠুক চড়া গলায় লড়াই
এই না হলে কিসের আবার বুদ্ধিজীবির বড়াই!

প্রত্যাশার ব্যর্থতা
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

ছিলো একদিন একদিন তোমার প্রত্যাশায়
আমার জাগরণ।
আবার জন্মমেয় তোমার ঘৃণায় আমার যত
শুভক্ষণ।
তোমার অবহেলায় আমার যত পাপড়ি মেলে
স্বপ্নে
নতুন সকালে, কিছু করার জন্য প্রেরণা জাগাতে
আসে
তুমি তোমার হৃদয় থেকে কখন মুছে ফেলেছ
নীরবে তা জানিনা।
আবার জড়িয়ে বাহু ভোরে কখন লতার মত
বেড়ে উঠেছিলাম তোমার বুকের গভীর পাঁজর
বেঁধে।
আবার ছিলাম একসময় মুখোমুখি পরস্পর
দুজনা।
দেখছি পলাশ, শিমূল ঝড়া চারিপাশ।
জানা মেলেনি প্রজাপতি কখনও তারপর
শুধু রয় নীরবতার অবকাশ।
আবার জমাতে পারি তোমার হৃদয় সমুদ্রে
ভাসিয়ে ছিলাম স্বপ্নের ময়ূরপঙ্খী সেতরঙ্গে
স্রোত,
কিছু প্রয়োজনের শেষে আবার ফিরে বলে গেছে
নীরব মিশিয়ে
আজ নয়, কাল নয়, থাকবো না যখন দেশে
আবার একসময় জেগে উঠবে পুরাতন ধ্বনি
প্রতিধ্বনি করে,
তোমার হৃদয়ের গভীরে বাজবে করে করে।
কাছে না পাওয়ার নীরব যন্ত্রণা সে সময় অনুভব
করবে
আবার না পাওয়ার সময় অলিন্দে খুঁজবে
কিন্তু কখনও পাবে না, না পাওয়া শূণ্য হৃদয়ে
ফিরবে কাচে কাচে।

নৃত্যালিকা আয়োজিত রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতিকে স্মরণ করে ডায়মন্ড হারবারের মুক্তাঙ্গনে ১৪ জুন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল এক বর্ণাঢ্য রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নৃত্যালিকা। উপস্থিত ছিলেন নৃত্যালিকার সদস্য–সদস্যা, কয়েকশো নৃত্যশিল্পী, অভিভাবক, আমন্ত্রিত অতিথি এবং অসংখ্য সংস্কৃতিপ্রেমী দর্শক। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি এবং বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুই মহাকবির সৃষ্টিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠান জুড়ে নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমন্ত্রিত অতিথি উজ্জ্বল হালদার নৃত্যালিকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার প্রসারে নৃত্যালিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে তিনি নৃত্যালিকার

নৃত্যগুরু ডোনা দাস–এর নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন, তার নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত নৃত্য ও সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

অষ্টম বর্ষে চিলড্রেনস্ হার্ট ড্রইং স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ জুনের বর্ণাঢ্য সন্ধ্যায় বেহালার শকুন্তলা পার্কস্থিত চিলড্রেনস হার্ট ড্রইং স্কুলের অষ্টম বর্ষের চিত্র প্রদর্শনী ও স্কুলের ২৬ তম বর্ষের উদযাপন অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ কলকাতার গ্যালারী গোল্ড আর্ট গ্যালারীতে। স্কুলের কর্ণধার–প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ পালের উদ্যোগে মোট ১১০ জন শিল্পীর ১৫৭ টি শিল্পকর্ম এখানে প্রদর্শিত হয়। চিত্রশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী, তবলাবাদক ও সুরকার পণ্ডিত মল্লার ঘোষ, লেখিকা–অভিনেত্রী মল্লিকা ঘোষ, পালমোনোলজিস্ট ও আলোকশিল্পী ড. সমদর্শী দত্ত, ভাস্কর কাশ্যপ রায় এবং বেহালাস্থিত নিখিল ভারত সঙ্গীত সমিতির সম্পাদিকা শুক্লা চক্রবর্তী প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ৩ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। কমবেশি ৪৫০

দর্শক সমাগমে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য পায় এই বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী। উক্ত প্রদর্শনীতে কলকাতাসহ হাওড়া জেলার বেশ কিছু শিল্পী ও শিল্পপ্রেমী দর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনীতে একধারে শিশুশিল্পী থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সবাই একত্রিত হয়েছিলেন, তাদের অসাধারণ শিল্পকর্ম নিয়ে। ড. সুমিত ভট্টাচার্য্য তার অসাধারণ সঞ্চালনায় ও বাকশৈলীতে সামগ্রিক অনুষ্ঠানকে এক অন্যমাত্রা দিয়েছেন। চিত্র প্রদর্শনীতে কৃতী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বর্ণালী পাল, গণেশ চক্রবর্তী, কৌশিক দাস, মাস্তু নস্কর, নবনীতা নাথ, পৌলভী ঘোষ, সৌভিক ভট্টাচার্য্য, অরিজিৎ সমাদ্দার, সানিয়া সাউ, কৌশিক সানা, মৌবনী সোম, তনভী তিওয়ারী, ঈশী সরকার, আরূশ সেনগুপ্ত প্রমুখ চিল্লী। প্রদর্শনী ১৪ জুন পর্যন্ত খোলা থাকে। স্বনামধন্য শিল্পী দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী বলেন, 'দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে শিশু–কিশোরদের মনে সৃষ্টিশীলতার বীজ বপন করে চলেছে এই চিলড্রেনস আর্ট ড্রইং স্কুল। শুধু শিল্পী নয়, ভালো মানুষ তৈরির কারিগরিটাও এই নতুনদের করায়ত্বে। এই স্কুলের বিজয়কেতন উড়তে থাকুক।'

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৬ এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মেধা সম্মান দিল ইনস্টিটিউট অফ কম্পিউটার অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইনস্টিটিউট। ১৪ জুন কলকাতার জ্ঞান মঞ্চে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংস্থার তরফ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এই বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের। ভালো রেজাল্ট করে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। এর পাশাপাশি এদিন শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পুরষ্কার তুলে দেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, সংস্থার কর্ণধার নরেন্দ্র কুমার সামসুখা এবং সংস্থার সিইও অঙ্কিত সামসুখা। প্রতিষ্ঠানের অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট মহুয়া নন্দী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার দায়িত্ব নেন ইনস্টিটিউটের জেনারেল ম্যানেজার সোমনাথ চৌধুরী ও স্বাগতমা চক্রবর্তী। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে উপস্থিত সকল মানুষকে মুগ্ধ করে। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এই সংস্থার শাখা রয়েছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির কলেজের সঙ্গে যৌথভাবে বিভিন্ন কোর্সের পঠনপাঠনের দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি এই ইনস্টিটিউট বছরের বিভিন্ন সময়ে সমাজসেবামূলক কাজও করে থাকে।

উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধার্ঘ্য রোটারি ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ জুন রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার সাপ্তাহিক অধিবেশনে মহানায়ক উত্তমকুমারকে তাঁর জন্মশতবর্ষে স্মরণ করা হলো। বিশিষ্ট অধ্যাপক, অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ ছিলেন বক্তা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রোটারির বর্তমান সভাপতি ডাক্তার শঙ্কর ঘোষের বক্তব্য। এই প্রসঙ্গে এসেছে প্রযোজক, পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে উত্তম কুমারের বিরাট অবদানের কথা। নতুন তীর্থ ও স্ত্রী ছবির সুবাদে উত্তম কুমারের সঙ্গে বাল্যকালে বক্তার সম্পর্কের কথাও উঠে এলো। বিভিন্ন ছবিতে উত্তমকুমারের গাওয়া কিছু

দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক অশোক কুমার বসু, শুভা পাল এবং প্রণব সরকার। অধিবেশনের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করলেন রোটারিয়ান সুজাতা পাইন। রোটারিয়ান শুভা পাল সুন্দর করে তুলে ধরলেন বক্তার পরিচয়। উত্তমকুমারের অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নানান তথ্য দিয়ে সাজানো ছিল ড. গানের অংশবিশেষ বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশন করলেন বক্তা। হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে বক্তাকে অভিনন্দিত করলেন শ্রোতারা। নানান স্লাইডের মাধ্যমে বক্তব্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। বক্তৃতা পর্বের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন রোটারিয়ান প্রণব সরকার। বক্তার হাতে স্মারক উপহার তুলে দিলেন রোটারিয়ান অনুসূয়া দাস।

লায়েন্স ক্লাব অফ কলকাতা সাফল্য সম্পৃতির উদ্যোগে অন্ধ্রাঅ্যাসোশিয়েসন স্কুলের শিশুদের চক্ষু পরীক্ষা করা হয় ১৩ জুন। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও অগণিত ছাত্রছাত্রীরা। লায়েন্স ক্লাবের কর্মকর্তারা বলেন, বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের মাধ্যমে তাদের এই সংগঠন এগিয়ে চলেছে।

কথা নাট্য সংস্থার উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ ও ১৪ জুন ধনঞ্জয় চম্পাবতী স্মৃতি সভাকক্ষে ফুলমালঞ্চ কথা নাট্য সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল দুদিন ব্যাপী সুন্দরবন নাট্য উৎসব। উৎসবের সূচনা করেন শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক অমল নায়েক। এদিন অমল নায়েককে কথা সম্মাননা এবং নাট্যদলগুলোকে ধনঞ্জয় চম্পাবতী স্মৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয়।

নাট্য উৎসবে চম্পাবতী শিশু উদ্যান 'কাবুলিওয়ালা' কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্দেশনা আলাউদ্দিন লস্কর। মুক্তধারা পান্তাবুড়ি কাহিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নির্দেশনা তাজমীরা লস্কর। যাদবপুর দলমাদল ৮ মার্চ রচনা ও নির্দেশনা সঞ্জয় সাহা। সুরেন্দ্র স্মৃতি তরুণ তীর্থ যন্ত্রণা রচনা বনমালী মণ্ডল নির্দেশনা মহাদেব দাস। চম্পা মহিলা সোসাইটি অধিকার রচনা হর্ষিত মাহাতো নির্দেশনা দিবাকর সরকার। সুন্দরবন পাপেট থিয়েটার অপরাধী রচনা ও নির্দেশনা গোবিন্দ মণ্ডল এবং আয়োজক সংস্থা ফুলমালঞ্চ কথা নাট্য সংস্থার দুটি নাটক 'সাবান কেসে ময়লা' ও 'ভাঙা মানচিত্র' রচনা ও নির্দেশনা গণপতি নস্কর নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়। দুদিন দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অমল নায়েক বলেন, কথা নাট্য সংস্থাকে সাথে নিয়ে আমরা চেষ্টা করবো সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের স্কুলগুলোকে নিয়ে নাট্য উৎসব করার। তাতে সুন্দরবনে নাট্যচর্চার প্রসার ঘটবে।

কুলপিতে কৃতি সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপির ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি দেবব্রত সর্দারের উদ্যোগে এবং শ্রীকুমার সর্দার ও শশাঙ্ক সর্দারের পরিচালনায় ১৭ জুন কুলপি কমিউনিটি হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ব্লকের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হল। উপস্থিত ছিলেন কুলপির বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার, মথুরাপুর জেলা শিক্ষা সেলের কনভেনার ও নিশ্চিন্তপুর আর.ডি. হাই স্কুলের শিক্ষক প্রণব কুমার মল্লিক, পরাগ কুমার গায়েন, গোপাল চ্যাটার্জী, দেবব্রত সর্দার, পীযূষ বিক্রম, বাদল সিং–সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই, ফুল এবং গলায় মেডেল পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। অতিথিরা ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানান এবং শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। শেষে সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের বক্তব্য, আগামীদিনেও এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

অনুভূতির সুর জাগানো কবিতা

বিধান সাহা : ৫৮টি ছড়া কবিতা নিয়ে সুনীতি কুমার পাত্রের কাব্যগ্রন্থ 'নূতন সূর্য'। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তী দু–চারটি কথা অংশে এই গ্রন্থ ও কবির কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, তার লেখায় যুক্ত হয়েছে অফুরন্ত ভালোবাসা ও প্রেরণা স্বপ্ন আশা। তিনি বলতে চেয়েছেন ছোটোরা তাদের পৃথিবীটাকে নতুন করে চিনে নিক।

গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতৃস্নেহ নামে দুটি কবিতা। কবি বলেছেন, সূর্য যেমন দীপ্তি দানে/ পৃথ্বীকে দেয় আলো/ তেমনি আজও কাব্য গানে/ জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো। (বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ)। আবার ভ্রাতৃস্নেহ কবিতায় বলেছেন, ছোট্ট হাতের মুঠোয় ভরে/ যা ধরে তা দুভাগ করে/অর্ধেক রাখে ভায়ের তরে/ অর্ধেকে তার উদর ভরে।

মাছি, মশা, মালাই, বাঘ কুমিরের দেশে, গুপ্ত শত্রু, সাবধান, বন্দী সারস, শ্যাঁওলা –কবিতা গুলি বিচিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করেই পরিবেশিত হয়েছে।

বীর সন্ন্যাসী ও পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ– কবিতা দুটি যেমন বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে লেখা তেমনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রচিত হয়েছে কাব্যকাঞ্চনে কবিতা। আমার ছড়া কবিতায় কবি বলেছেন, আমার ছড়া সেই জলধি/ সাগর ঢেউয়ে মেশে/ স্বদেশ জুড়ে স্বদেশ ঘুরে/ বিদেশে যায় ভেসে।

প্রকৃতি, ঋতু, মানুষ নিয়েই কবি কবিতা পরিবেশন করেছেন কবি প্রচলিত ছড়ার ছন্দে। তাই সহজ সরল কবিতাগুলি মনের মাঝে অনুভূতির সুরকে জাগিয়ে তোলে। রাজা কৃত রঙিন প্রচ্ছদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের ছাপা পরিচ্ছন্ন ও বাঁধাই প্রশংসার দাবি রাখে।

● নূতন সূর্য– সুনীতি কুমার পাত্র। প্রকাশক ঃ গৌরী নস্কর, সাহিত্য অঙ্গন প্রকাশনী, গোড়খাড়া, মালির বাগান, সোনারপুর, কলকাতা ৭০০১৫০. মূল্য– ৫০ টাকা মাত্র।

আতশ কাচে

ভারতের ছোঁয়া

প্রায় ২০ বছর পর বিশ্বকাপের মঞ্চে দেখা গেল ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক ফুটবলারকে। তিনি নিশান ভেলুপেল্লাই। তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে নেমেছিলেন তিনি। যে ম্যাচে বড় অঘটন ঘটাল অস্ট্রেলিয়া ২–০ গোলে দুরন্ত জয়ে। নিশানের মা অ্যাংলো–ইন্ডিয়ান, নাম জিলিয়ান ভেলুপেল্লাই। ৬১ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামেন নিশান। রক্ষণে তিনি দুরন্ত ভাবে দায়িত্ব সামলান। এর আগে ২০০৬ বিশ্বকাপে ফ্রান্সের হয়ে খেলেছিলেন বিকাশ ধোরাসু।

তিরন্দাজিতে সোনা

তুরস্কের আন্তালিয়ায় তীরন্দাজি বিশ্বকাপের তৃতীয় পর্বে ভারতের ধীরাজ বোম্মাডেভারা এবং কুমকুম মোহোদ রিকার্ভ মিক্সড বিভাগে স্বর্ণপদক জিতেছেন। ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ওহ ইয়ে–জিন এবং কিম জে–দেওককে ৫–১ ব্যবধানে হারিয়ে দেয় এই ভারতীয় জুটি। মিক্সড টিম ইভেন্টে ধীরাজ ও কুমকুম, উভয়েরই এটা প্রথম বিশ্বকাপ স্বর্ণপদক।

ক্রীড়ামন্ত্রীর আশ্বাস

রাজ্যের খেলাধুলার ক্ষেত্রে সব ধরনের দুর্নীতির তদন্ত করা হবে বলে ক্রীড়ামন্ত্রী ডাক্তার ইন্দ্রনীল খাঁ জানিয়েছেন। কলকাতায় তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন আগের সরকারের আমলে ঘটে যাওয়া প্রচুর অভিযোগ তাঁর কাছে জমা পড়েছে। তিনি খেলার ময়দানকে দূর্নীতি মুক্ত করার আশ্বাস দেন।

দাবায় চ্যাম্পিয়ন

দাবায় উজবেকিস্তানের গ্র্যান্ডমাস্টার মুখিদ্দিন মাদামিনভ, উজচেস মাস্টার্স ২০২৬ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। উজবেকিস্তানের তাশখন্দে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় সারা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দশজন দাবাড়ু অংশ নেন। অন্যদিকে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার ম্যাগনাস কার্লসন আসিয়ান ই– স্পোর্টস চেস কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

বাংলার ৮ সোনা

ইন্ডিয়ান অ্যাথলেটিক্স সিরিজ নং ১১ অনুষ্ঠিত হল শহরে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অ্যাথলিটদের অংশগ্রহণে জমে উঠেছিল প্রতিযোগিতা। তবে দিনের শেষে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে পশ্চিমবঙ্গের অ্যাথলিটরা। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মিলিয়ে মোট ৮টি সোনা জিতে বাংলার ক্রীড়াবিদরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিলেন। প্রতিযোগিতার অন্যতম আকর্ষণ ছিল এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের রুপোজয়ী হারমিলান বেইন্সের অংশগ্রহণ।

গিলের রেকর্ড

ফিফা বিশ্বকাপ চলছে। এর মধ্যেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলছে ভারত। এই ম্যাচেই অসাধারণ এক কীর্তি গড়েছেন শুভমান গিল। স্বদেশী সতীর্থ বিরাট কোহলিকে পেছনে ফেললেন তিনি। একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে ২৬ ইনিংসে ১০০০ রান পূর্ণ করলেন গিল। দ্বিতীয় স্থানে যথাক্রমে রয়েছেন বিরাট কোহলি এবং শিখর ধাওয়ান। তারা দু'জনেই ২৪ ইনিংসে ১০০০ রানের গণ্ডি পেরিয়েছিলেন। ২৫ ইনিংসে নভজ্যোত সিং সিধু এবং শ্রেয়স আইয়ার এই নজির গড়েছিলেন।

প্রয়াত রানা

প্রয়াত এশিয়ান গেমসে স্বর্ণ পদকজয়ী শুটার যশপাল রানা। বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। কোচ হিসেবে প্যারিস অলিম্পিকে মনু ভাকেরের ঐতিহাসিক জোড়া ব্রোঞ্জ পদক জয়ের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন কিংবদন্তি এই শুটার। হৃদযন্ত্রের জটিলতা প্রাণ কাড়ল স্বর্ণজয়ীর। কিংবদন্তি শুটারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, 'শ্রী যশপাল রানা জি–র মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত । তাঁর প্রয়াণ ভারতীয় ক্রীড়াজগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি ।'

ইস্টবেঙ্গলকে বিদায় মিগুয়েলের নতুন ঠিকানা মোহনবাগান তাবু

সুমনা মণ্ডল: জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন মিগুয়েল। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদায়বার্তা দিয়ে জানিয়ে দিলেন, তাঁর ইস্টবেঙ্গল অধ্যায় শেষ। আর সেই সঙ্গে কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেল, আগামী মরশুমে আইএসএলের গোল্ডেন বল জয়ী ব্রাজিলিয়ান তারকাকে দেখা যাবে মোহনবাগানের জার্সিতে। মাত্র এক মরশুমেই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের হৃদয়ে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন মিগুয়েল। তাঁর সৃজনশীল ফুটবল, গোল তৈরির দক্ষতা এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্স লাল–হলুদকে আইএসএল খেতাব জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ব্যক্তিগত সাফল্য হিসেবেও তিনি জিতেছিলেন আইএসএলের সর্বোচ্চ সম্মানগুলির একটি, গোল্ডেন বল। ইনস্টাগ্রামে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের উদ্দেশে আবেগঘন বার্তা দেন মিগুয়েল। তিনি লেখেন, 'আমি এখানেই থামলাম। গুডবাই জানাই তোমাদের। এমন একটি ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের হয়ে খেলতে পারা আমার

কাছে সম্মানের। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং সমর্থকদের ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা রইল।' মিগুয়েলের বিদায়ের খবর শুধু দলবদলের ঘটনা নয়, তা নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল ইস্টবেঙ্গলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও। আইএসএলজয়ী কোচ অস্কার ব্রুজোঁ নতুন মরশুমে দায়িত্ব চালিয়ে যেতে তিন ফুটবলার–মিগুয়েল, কেভিন সিবিয়ে এবং মহম্মদ রশিদকে ধরে রাখার ওপর জোর দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে রশিদ চুক্তি নবীকরণ করলেও মিগুয়েলের বিদায় বড় ধাক্কা। কেভিনের ভবিষ্যৎ নিয়েও এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। ক্লাব সূত্রের খবর, মিগুয়েল যে আর্থিক প্রস্তাব চেয়েছিলেন, তা মেনে চলা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই সুযোগেই এগিয়ে আসে মোহনবাগান। সবুজ–মেরুন শিবিরের আকর্ষণীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত ক্লাব বদলের সিদ্ধান্ত নেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ফলে নতুন মরশুম শুরুর আগেই কলকাতার ফুটবলে বড়সড় দলবদলের লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেল মোহনবাগান। ডার্বির মাঠে মুখোমুখি হওয়ার আগেই প্রতিপক্ষের অন্যতম সেরা অস্ত্রকে নিজেদের দলে টেনে এনে কার্যত মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়েও এগিয়ে গেল সবুজ–মেরুন শিবির। অন্যদিকে, মিগুয়েলের শূন্যস্থান কীভাবে পূরণ করবে ইস্টবেঙ্গল, অস্কার ব্রুজোঁ থাকবেন কি না, এবং কেভিন সিবিয়েকে ধরে রাখা যাবে কি না–এই প্রশ্নগুলির উত্তরই এখন খুঁজছেন লাল–হলুদ সমর্থকেরা।

বিশ্বকাপে নেই ভারত ভারতীয় শিকড়ের ফুটবলার ঘিরে নতুন স্বপ্ন

সুমন সরদার : ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপে ভারতের দেখা মিলবে না–এটা নিঃসন্দেহে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য হতাশার। তবে আশার আলোও একেবারে নিভে যায়নি। কারণ, ভিন্ন দেশের জার্সি গায়ে খেললেও ভারতীয় শিকড় বহন করা ৪ ফুটবলার এবার বিশ্বকাপের মঞ্চে জায়গা করে নেওয়ার দৌড়ে আছেন। ফলে ভারতের পতাকা না থাকলেও, ভারতীয় বংশের ছোঁয়া দেখা যেতে পারে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসরে।

সবচেয়ে আলোচনায় রয়েছেন কাতারের তরুণ ফুটবলার তাহসিন জামশিদ। কেরালার কন্নুরের পরিবারে জন্মসূত্র থাকা এই ১৯ বছরের উইঙ্গার, কাতারেই বড় হয়েছেন। নিজের গতি, স্কিল ও আক্রমণাত্মক ফুটবলের জন্য তিনি ইতিমধ্যেই নজর কাড়তে শুরু করেছেন। কাতারের প্রাথমিক বিশ্বকাপ দলে তাঁর নাম উঠে আসায় ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহও বেড়েছে।

কাতারের আরেক সম্ভাব্য মুখ নায়াল ম্যাসন। ভারতীয় মায়ের সন্তান এই ডিফেন্ডার ছোটবেলায় ইউরোপের নামী অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং পরে কাতারের ক্লাব ফুটবলে নিজের অবস্থান তৈরি করেন। সম্প্রতি জাতীয় দলের ভাবনায় উঠে এসে তিনি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে রয়েছেন।

অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের মিডফিল্ডার সারপ্রিত সিং এই তালিকার সবচেয়ে পরিচিত নাম। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ফুটবলার

একসময় জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে খেলেছেন, যা তাঁকে আন্তর্জাতিক ফুটবলে আলাদা পরিচিতি দেয়। চোট কাটিয়ে ইতিমধ্যেই নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা নিশ্চিত করেছেন তিনি।

এই তালিকায় নতুন সংযোজন ডিআর কঙ্গোর মিডফিল্ডার স্যামুয়েল মুতুসামি। ফ্রান্সে জন্ম নেওয়া এই ফুটবলারের বাবা ইন্দো–গুয়াডেলুপিয়ান তামিল বংশোদ্ভূত, অর্থাৎ তাঁর শিকড়ও ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে জড়িয়ে। কঙ্গোর জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তিনি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। তাঁকে ঘিরেও বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা প্রবল।

ভারত বিশ্বকাপে না খেললেও, এই চার ফুটবলারের উপস্থিতি ভারতীয় সমর্থকদের কাছে অন্যরকম আবেগের জন্ম দিচ্ছে। একই সঙ্গে তাদের সাফল্য মনে করিয়ে দিচ্ছে–সঠিক সুযোগ, উন্নত পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণ পেলে ভারতীয় শিকড়ের প্রতিভাও বিশ্বমঞ্চে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্ব যোগাসনে সোনালি সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে নজরকাড়া সাফল্য এনে দেশের পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমানের নামও উজ্জ্বল করলেন শিল্পাঞ্চলের দুই তরুণ প্রতিভা। গুজরাটের আহমেদাবাদে আন্তর্জাতিক যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বের প্রায় ৭৮–৭৯টি দেশের প্রতিযোগীদের টেক্কা দিয়ে সোনা ও রুপো জিতে নজর কাড়লেন দুর্গাপুরের সম্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রানীগঞ্জের শুভজিৎ কর্মকার।

দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের বি–জোন এলাকার মহিষ্কাপুর রোডের বাসিন্দা সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সম্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাব–জুনিয়র বিভাগে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। রিদমিক প্রেয়ার বিভাগে সোনা এবং আর্টিস্টিক বিভাগে রুপো জিতে সে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকে যোগাসনের প্রশিক্ষণ শুরু সম্বিতার। প্রশিক্ষক তরুণ সিংহ রায়ের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ফল মিলেছে বিশ্বমঞ্চে। বাবা সাগর বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের কর্মী এবং মা দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। মেয়ের এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার। সম্বিতার লক্ষ্য এখন আরও বড়–ভবিষ্যতে কমনওয়েলথ গেমস এবং একদিন অলিম্পিক্সে দেশের হয়ে

পদক জেতা।

অন্যদিকে রানীগঞ্জের নিউ এগারা গ্রামের বাসিন্দা শুভজিৎ কর্মকারও বিশ্ব যোগাসনে সোনার অক্ষরে নিজের নাম লিখিয়েছেন। পুরুষদের সিনিয়র বিভাগে 'টুইস্টিং বডি ইন্ডিভিজুয়াল' ইভেন্টে ৪৬.৪২ পয়েন্ট পেয়ে সোনা জেতেন তিনি। ফাইনালে উজবেকিস্তানের প্রতিযোগীকে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট ছিনিয়ে নেন শুভজিৎ। এ বছরই উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া এই তরুণ এর আগে দু'বার জাতীয় স্কুল গেমস এবং 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

শুভজিতের সাফল্যের গল্প সংগ্রামেরও গল্প। বাবা দুর্গাপুরের একটি হোটেলের কর্মী, মা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড–ডে মিল কর্মী এবং দাদা পেশায় চালক। সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেও পরিবারের সমর্থন ও নিজের অদম্য জেদের জোরে বিশ্বসেরা হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করেছেন তিনি। তাঁর সাফল্যের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে প্রশিক্ষক অনিমেষ মণ্ডল এবং 'ডিভাইন যোগা অ্যাকাডেমি'র।

বিশ্ব যোগাসনের মঞ্চে পশ্চিম বর্ধমানের এই দুই প্রতিভার সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়, জেলার ক্রীড়া জগতের জন্যও এক গর্বের অধ্যায় মনে করছেন এলাকাবাসীরা।

বাবার অসমাপ্ত স্বপ্ন

মায়ের হাসির জন্যই লড়াই আয়মেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বস্টনে নরওয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচে ইরাক হারল ১–৪ গোলে। কিন্তু পরাজয়ের মাঝেও আলো কেড়ে নিলেন ইরাকের স্ট্রাইকার আয়মেন হুসেন। কারণ তাঁর গোলের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে যুদ্ধ, স্বজন হারানোর বেদনা এবং এক অসমাপ্ত স্বপ্নের গল্প। যুদ্ধবিধ্বস্ত আল–হাজওয়া অঞ্চলে জন্ম আয়মেনের। মাত্র ১২ বছর বয়সে আল কায়েদার হাতে খুন হন তাঁর বাবা। পরিবারের জন্য একটি বাড়ি তৈরির স্বপ্ন দেখতেন তিনি। কিন্তু সেই স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। কয়েক বছর পরে আইএসআইএস জঙ্গিদের হাতে নিখোঁজ হন আয়মেনের বড় দাদাও। পরপর দুই প্রিয়জনকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। এমনকি ফুটবল ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁর মা হাল ছাড়তে দেননি। মায়ের উৎসাহেই আবার মাঠে ফেরেন আয়মেন। ধীরে ধীরে জায়গা করে নেন জাতীয় দলে। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে বলিভিয়ার বিরুদ্ধে জয়সূচক গোল করে ইরাককে ৪০ বছর পর বিশ্বকাপের টিকিট এনে দেওয়ার নায়কও ছিলেন তিনিই। বিশ্বকাপের আগে এক সাক্ষাৎকারে আয়মেন বলেছিলেন, তাঁর সবচেয়ে বড় স্বপ্ন বাবার অসমাপ্ত বাড়ির কাজ শেষ করা এবং মাকে একটি সুন্দর বাড়ি উপহার দেওয়া। সেই স্বপ্ন পূরণের পথেই এগিয়ে চলেছেন তিনি। নরওয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে গোল করেও দলকে হার এড়াতে পারেননি। তবু জীবনের লড়াইয়ে আয়মেন আজ একজন বিজয়ী। কারণ যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে এসে বিশ্বকাপের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, স্বপ্ন কখনও হারিয়ে যায় না, যদি পাশে থাকে মায়ের আশীর্বাদ আর নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

শরীরচর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শরীর সুস্থ রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চার বিকল্প নেই। এই বার্তাকে সামনে রেখেই ৭ জুন সকালে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করলো খয়রাসোল থানা। খয়রাসোল থানা প্রাঙ্গণে থানার ওসি উৎপলকুমার দাসের নেতৃত্বে পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলিন্টিয়ারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় শরীরচর্চা ও ফিটনেস অনুশীলন কর্মসূচি। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন শারীরিক ব্যায়াম ও ফিটনেস কার্যক্রমে অংশ নেয়। কর্মীদের শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক সতেজতা বজায় রাখতে ভবিষ্যতেও এই ধরনের কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। উপস্থিত ছিলেন এসআই শান্তনু মণ্ডল, এএসআই চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা। পুলিশের এই জনমুখী উদ্যোগে সামিল হন এলাকার সমাজসেবী অনুপম বাগ, রথীলাল সিং সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রশাসনিক পালাবদলের মধ্য দিয়ে নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করল মহমেডান স্পোর্টিং। সভাপতি হিসেবে হুমায়ুন কবীর দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই ক্লাবের নতুন সচিব নির্বাচিত হলেন ওয়াসিম আক্রাম। দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে শতাব্দীপ্রাচীন এই ক্লাবকে আবার ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি, আসন্ন মরশুমে আইএসএলে খেলার সম্ভাবনাও জিইয়ে রাখলেন তিনি।

বিগত কমিটির সমস্ত পদাধিকারী পদত্যাগ করার পর নতুন কমিটি গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে হুমায়ুন কবীর জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সহ–সভাপতি–সহ অন্যান্য পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করা হবে। ক্লাবের পুরনো সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা হবে বলেও জানান তিনি। তাঁর কথায়, '১৩৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী মহামেডানকে আবার কলকাতা ময়দানে দাপটের সঙ্গে খেলতে দেখতে চাই।' তবে নতুন কমিটির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আর্থিক সঙ্কট। বিপুল ঋণের বোঝায় জর্জরিত ক্লাবের হাল ধরেই দায়িত্ব নিয়েছেন নতুন কর্তারা। সচিব ওয়াসিম আক্রাম বলেন, 'দেনার দায় নিয়েই ক্লাব চালাতে এসেছি। বর্তমানে কোনও স্পনসর নেই। তাই বকেয়া মেটানো এবং দল গঠনের দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। দ্রুত ক্লাবকে সঠিকভাবে পরিচালনার কাজ শুরু করা হবে।'

আইএসএলে খেলার প্রসঙ্গে তিনি জানান, ক্লাব এরমধ্যেই উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনই বিস্তারিত মন্তব্য করতে চাননি তিনি। তবে মহমেডান শিবিরের আশা, পরিস্থিতির পরিবর্তনে সুযোগ তৈরি হতে পারে। কারণ আইএফএল চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার এফসির ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। অন্যদিকে, রানার্স শিলং লাজংও আইএসএলে অংশগ্রহণ করবে না বলে জানিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতার নিয়মের সুযোগ কাজে লাগিয়ে আইএসএলে ফেরার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে মহমেডান।

ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধে নতুন যুগের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবল বিশ্বকাপ শুধু একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, এটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উৎসব। প্রতি ৪ বছর অন্তর বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এক সুতোয় বাঁধা পড়েন এই মহারণকে কেন্দ্র করে। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। কারণ এই প্রথমবার বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তিনটি দেশে ৪৮টি দল নিয়ে। ফলে ২০২৬ বিশ্বকাপ শুধু একটি টুর্নামেন্ট নয়, বরং বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

ফুটবলের জনপ্রিয়তা ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার গণ্ডি ছাড়িয়ে এশিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক প্রতিভাবান দল ও খেলোয়াড় বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজেদের তুলে ধরার সুযোগ পেতেন না তাই বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা দলসংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে আরও বেশি দেশ বিশ্বকাপের স্বপ্ন দেখতে পারবে। ২০২৬ বিশ্বকাপের আরেকটি বড় আকর্ষণ হল এর আয়োজক দেশগুলি। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে বড় ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার অভাব নেই। কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে যৌথভাবে এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের ফলে উত্তর আমেরিকার ফুটবল সংস্কৃতি আরও শক্তিশালী হবে। বিশেষ করে মেক্সিকো তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ আয়োজন করে ইতিহাস গড়তে চলেছে।

অন্যদিকে, কানাডা প্রথমবার বিশ্বকাপের মূল আয়োজক হিসেবে নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবে। বিশ্বকাপ মানেই তারকা খেলোয়াড়দের মঞ্চ। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে ফুটবলপ্রেমীরা দেখেছিলেন এক যুগের অবসান। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করে কিংবদন্তি লিওনেল মেসি তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটান। অন্যদিকে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো–র বিশ্বকাপ অধ্যায়ও প্রায় শেষের পথে। ফলে ২০২৬ বিশ্বকাপকে অনেকেই নতুন প্রজন্মের বিশ্বকাপ বলে মনে করছেন। এই নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বে রয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহাম, আর্লিং হালাণ্ড, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, ল্যামিনি ইয়ামাল–এর মতো প্রতিভাবান

ফুটবলাররা। তাদের সামনে সুযোগ থাকবে নিজেদের প্রজন্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার। পাশাপাশি আফ্রিকা ও এশিয়ার দলগুলিও এখন আর কেবল অংশগ্রহণকারী নয়, তারা প্রতিযোগিতার ফলাফল বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মরক্কো, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সেনেগালের মতো দলগুলি তার প্রমাণ দিয়েছে। লক্ষ পাঠক, ফলত বিজ্ঞাপনের রাজস্ব এবং সম্প্রচার স্বত্ব থেকে আসবে হাজার হাজার কোটি ডলারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তৈরি হয়। আয়োজক দেশগুলোর জন্য এটি যেমন অর্থনৈতিক সুযোগ, তেমনি অবকাঠামোগত পরিচিতি বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তবে এর সঙ্গে অবকাঠামো নির্মাণ, নিরাপত্তা জোরদার এবং আয়োজনের ব্যয়ও জড়িয়ে রয়েছে। তাই আধুনিক বিশ্বকাপে শুধু মাঠের যুদ্ধই নয়, টেবিলই টুর্নামেন্টের গতিপ্রকৃতি সমান গুরুত্ব পায়।

তবে সব কিছুর ঊর্ধ্বে বিশ্বকাপের আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে তার অনিশ্চয়তায়। এখানে বড় দল হারে, ছোট দল ইতিহাস রচনা করে। এখানে কোনো দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামরিক শক্তি চলে না, শুধু চলে মাঠে পারফরম্যান্স। তাই বিশ্বকাপ মানবসমাজের কাছে সমতা, প্রতিযোগিতা এবং ঐক্যের এক অনন্য প্রতীক। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ সেই অর্থে আরও গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু একটি নতুন ফরম্যাটের টুর্নামেন্ট নয়, বরং বিশ্ব ফুটবলের পরিবর্তিত বাস্তবতার প্রতিফলন। পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ আবারও একত্রিত হবেন একটি বলের পেছনে ছুটে চলা বাইশজন খেলোয়াড়ের সঙ্গ মেলাতে। ফুটবলের ভাষা আলাদা, তার আবেদন আলাদা। সেই আবেদনেই ২০২৬ সালে আবারও কোটি কোটি মানুষকে এক সুতোয় বাঁধবে। হয়তো আমরা নতুন কোনো ট্রফিজয়ীর গল্প দেখব, হয়তো কোনো অপ্রত্যাশিত দল ইতিহাস রচনা করবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com